NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৮ কোপায় টাইব্রেকারে ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

প্রধানমন্ত্রীর আড্ডা-রসিকতায় মুগ্ধ টিম ইন্ডিয়া ৮

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৪ ২১ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.7.2024, Vol.18, Issue No. 27, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যপালের কথা উপেক্ষা

দুই নবনির্বাচিত বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করালেন স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের ঠিক করে দেওয়া প্রতিনিধি নয়, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শপথ বাক্য পাঠ করেই রাজ্য বিধানসভার সদস্য হলেন সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার।

বৃহস্পতিবারই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখানেই অধ্যক্ষ তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। তাঁর আগে শপথ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে তাঁর ও ওই নতুন বিধায়কদের চিঠি চালাচালির দীর্ঘ পর্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। অধ্যক্ষ জানান, বিধানসভার রুলস অফ বিজনেসের ২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর ধারা মেনে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়েছে। তিনি বলেন, নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক শপথ না নিতে পারায় নিজেদের এলাকায় কাজ করতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেকারণেই শপথ নিয়ে এই তৎপরতা।

শুক্রবার সেই অধিবেশনের আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তাতেই প্রথমে ঠিক হয়েছিল ডেপুটি স্পিকার ওই দুজনকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা বদলে যায়। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, স্পিকারের উপস্থিতিতে এই দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না। তিনি বলেন, 'অধ্যক্ষ থাকতে আমি শপথ বাক্য পাঠ করাতে পারি না। আমি এই অসৌজন্যতা দেখাতে পারবো না। আমার অনুরোধ অধ্যক্ষ আপনি এই দায়িত্ব পালন করুন।' এর পরে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ পাঠ করান।

রাষ্ট্রপতির দরবারে বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই বিধায়কের শপথ পাঠ নিয়ে রাজভবন-বিধানসভার সংঘাতে নয়া মোড়। রাজ্যপালের অভিযোগ, সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, বৃহস্পতিবার রাতে রাজভবনের তরফে সায়ন্তিকা এবং রেয়াতকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ডেপুটি স্পিকারকে। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার শুক্রবার দুই বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করাননি। পরিবর্তে স্পিকারই তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন বোস। যদিও রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে গুরুত্ব দিতে নারাজ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৪ বছর পর ব্রিটেনে ক্ষমতার পরিবর্তন

হার মানলেন সুনক, নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার

লন্ডন, ৫ জুলাই: ৬৫০ আসনের ব্রিটিশ সংসদে সরকার গঠনের ম্যাজিক সংখ্যা ৩২৬। সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে বিরাট জয়ের দিকে লেবার পার্টি এগোতেই পরাজয় স্বীকার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকও। অর্থাৎ, ব্রিটেনে হতে চলেছে ক্ষমতার পরিবর্তন। বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই এই ফলের আভাস মিলেছিল। এখন ফলাফল একেবারে স্পষ্ট। লেবার পার্টি ৩০০ আসনের গণ্ডি টপকানোর পরই ব্রিটেনে ১৪ বছরে কনজারভেটিভ পার্টির শাসনের অবসান ঘটল।

ব্রিটেনে ক্ষমতার পালাবদল হল ১৪ বছর পরে। কনজারভেটিভ পার্টি (টোরি)-কে হারিয়ে নিরঙ্কুশ জয়ের পরে লেবার পার্টির প্রধান কিয়ের স্টার্মার সে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। টোরি নেতা তথা ব্রিটেনের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের স্থলাভিষিক্ত হলেন স্টার্মার।

ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই সুনক অভিনন্দন জানান তাঁর উত্তরসূরি হতে যাওয়া স্টার্মারকে। এর পরে প্রথা মেনে বাকিংহাম প্রাসাদে গিয়ে রাজা তৃতীয় চার্লসকে ভোটের ফলাফল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। এর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে বিদায়ী বক্তৃতা করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজয়ী দলের নেতা স্টার্মার সে সময় বাকিংহামে রাজার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ আনতে যান। এর পর ডাউনিং স্ট্রিটের সেই '১০' লেখা কালো দরজার সামনে বক্তৃতা করেন তিনি। পেশায় আইনজীবী লেবার নেতা বলেন, 'আজ থেকেই পরিবর্তনের পালা শুরু হল দেশে।'

স্টার্মারকে শুভেচ্ছা মোদির, বিশেষ বার্তা সুনককেও

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: ব্রিটেনের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন কিয়ের স্টার্মার। তাঁর দল লেবার পার্টির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ঋষি সুনকের কনজারভেটিভ পার্টি। এই ভোটে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য স্টার্মারকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি আগামিদিনের জন্য বিদায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনক ও তাঁর পরিবারকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কিয়ের স্টার্মারকে অভিনন্দন। ভারত-ব্রিটেন দুদেশের পারস্পরিক সমৃদ্ধি, বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করতে আমরা আগ্রহী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুদেশের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার জন্য ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি আমরা।'

ব্রিটেনের হবু প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সুনকের উদ্দেশেও বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন মোদি। এদিন এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনকের জন্য তিনি লেখেন, 'ব্রিটেনকে প্রশংসনীয় নেতৃত্বদানের জন্য ঋষি সুনককে ধন্যবাদ। ভারত-ব্রিটেন মজবুত বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আপনার সক্রিয় অবদানের জন্যও ধন্যবাদ।

আগামী বছর থেকে দিঘায় গড়াবে জগন্নাথের রথের চাকা

জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর নয়, আগামী বছর থেকে দিঘায় গড়াবে জগন্নাথের রথের চাকা। রথযাত্রার প্রাক্কালে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একথা জানিয়েছেন। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, পুরীর ঐতিহ্যশালী জগন্নাথ মন্দিরের অনুরূপে পশ্চিমবঙ্গে দিঘায় আমরা জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার একটি গর্ব- উদ্দীপক মন্দির তৈরি

করছি যেখানে প্রতিবছর রথযাত্রাও পালিত হবে। আগামী বছর থেকেই এই মন্দিরে রথের রশিতে টান পড়বে। কিছু অন্যরকম কথা শোনা গেলেও প্রকৃত বাস্তব হল, কিছু কারিগরি কাজ ও পদ্ধতি এখনো অসম্পূর্ণ থাকায় আমরা আগামী বছর থেকেই দিঘায় রথযাত্রা পালন করব। কিছু কাজ এখনও শেষ হয়নি। পরের বছর থেকে রথযাত্রা শুরুর আগেই তা সম্পূর্ণ হওয়া জরুরি। পুরীর মন্দিরের রথযাত্রা যেভাবে পালিত হয় সেভাবেই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পালিত হবে দিঘার রথযাত্রা। সবাই সেখানে আমন্ত্রিত। এই নূতন মন্দির ও উৎসব হবে সারা ভারতের নতুন সম্প্রীতি-সাধনের প্রকল্প।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৪০২ নং এফিডেভিট বলে Ganesh Chandra Das S/o. Sudhir Chandra Das ও Ganesh Ch Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৫১৪ নং এফিডেভিট বলে Saurab Ali Mallik S/o. Kayem Mallik ও Saurab Mallik S/o. K Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৪ নং এফিডেভিট বলে David Chakravarti S/o. Dilip Chakraborty ও David Chakraborti S/o. D. Chakraborty, Dilip Chakravarti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Keya Koley D/o. Dulal Koley সাং চক পোহালামপুর, পোহালামপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩ নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rokiya Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Balaram Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishna Mohan Ghosh ও K. C. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Mistri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Mistri ও A. Mistri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি বীনা রানী দাস ২৫/৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে বীনা রানী দাস থেকে টিনা খাতুন হলাম ও আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলান।

নাম-পদবী

আমি Sibu Roy, S/O. Shusil Roy আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Shibu Ch. Roy, S/O. Late Sushil Ch. Roy হইয়াছিল। ২৭.০৬.২৪ তারিখের কল্যাণী ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Sibu Roy, S/O Shusil Roy এবং Shibu Ch. Roy, S/O Late Sushil Ch. Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I **Rinku Sekh** S/O- Kalam Sekh R/O-Vill- Domkal Muslim Para, P.O. + P.S.- Domkal, Dist- Murshidabad. I do hereby solemnly affirm and declare that my Grandfather **Khodabaks Sekh** and **Khoda Boks Sk** are the same and one identical person vide affidavit dated 23.04.2024 before The Ld. S.D.E.M. at Domkal, Dist. Murshidabad.

Change of Name

I, **Mohammed Khalid Javed**, S/o Md. Nasim residing at Ward No - 05, Debalpur, P.O.- Kharagpur, Dist.- Paschim Medinipur-721301 henceforth be known as **Md. Khalid Javed** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Kharagpur vide Affidavit No. 2960/18 Dated 03/07/2024. That **Mohammed Khalid Javed** and **Md. Khalid Javed** are the same and identical person.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- 01/15th FC/Karimpur -II/ 2024-25, 02/15th FC/Karimpur -II/ 2024-25,** Last date of submission **10.07.2024 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/665/ 15th FC TIED(01)/2024-25, RGP/666/15th FC UNTIED (01)/ 2024-25,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **12.07.2024 up to 12p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram
Panchayat.**

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অমর রুইদাস পিতা স্বর্গীয় সুবোধ রুইদাস সাকিম - জলাঘাটা, পোঃ ও থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৩৮ বিগত ইং 23/09/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11711/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**কে. পি. মহম্মদ শরিফ** পিতা – মরহুম কে. পি. মহম্মদ ফারুক, সাকিম – ফাইব লোয়ার রেঞ্জ থার্ডফ্লোর পোঃ ও থানা - বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা-700017) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **কে. পি. মহম্মদ শরিফ** বিক্রয় করিব।

তপশীল - জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা- আমড়িয়া, জে. এল.- 86, হাল এল.আর. খতিয়ান – 420, হাল এল. আর. 282 দাগে শালি জমি, মোট ১, আনায় 71 শতকের মধ্যে 12 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

কে. পি. মহম্মদ শরিফ
আমমোক্তার

NOTICE

TO WHOM IT MAY CONCERN

That my Clients **(1) Sk. Sakil Ansar Ali,** S/o- Lt. Sk. Mursed Ali and **(2) Sk. Mehataj Ali** S/o-Sk. Mujid Ali both of Vill- Kushpata, P.O+ P.S+ Municipality- Ghatal, Dist:- Paschim Medinipur on 16.05.2024 have made the following declaration before Notary Officer Namely Nemai Chandra Mondal having **Regd. No- 160/2022, bearing Serial No- 8272/ 2024**.

1. That my said Clients have been carrying on a Nursing Home under the name and style **Sourav Nursing Home** bearing Licence No- 34435540 under Holding No- 281/Ka (i.e ২৮১/ক) at Vill- Kushpata, ward no- 16, Municipality - Ghatal, P.S- Ghatal.
2. That on 16.05.2024 they have completely stopped said Sourav Nursing Home on that Holding or place. They further declared that in future they shall not carry on the same Nursing Home on the same place.
3. They also further declared that they shall be personally responsible to pay the liability of the said Sourav Nursing Home, if any.

**Haranath Dolai
Advocate
En. No.-WB/1410/2013**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর অধীন ঘাটাল থানা ও ঘাটাল পৌরসভার অন্তর্গত আড়গোড়া মৌজায় (জে.এল. নং-৬৫) ২ নং ওয়ার্ডের ১৩৫৯ নং খতিয়ানে ৫৪৪ নং দাগে ও ২৬ নং হোল্ডিং ভূক্ত ০২ শতক ভূমির উপর দন্ডায়মান ত্রিতল প্রেমিসেস বা পাকার গৃহের দ্বিতীয় তলে ঘাটাল থানার বরদা পরগণার আড়গোড়া গ্রাম নিবাসী শ্রী হীরেণ ওঃ হীরেন্দ্রনাথ মেটে, পিতা-বীরেন ওঃ বীরেন্দ্রনাথ মেটে মহাশয় পূর্বোক্ত হোল্ডিং এর একজন মাসিক ভাড়াটিয়া রূপে থাকা অবস্থায় এতদ্‌বিষয় লইয়া মালিক পক্ষ শ্রী শ্রীকান্ত মন্ডল, পিতা- কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল, সাং-শিবপুর, পোঃ-রথিপুর, থানা-ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর সহিত মিথ্যা অজুহাতে উক্ত দাগ স্থিত পাকা গৃহটি সম্প্রতি অন্যায় মতে অসৎ উদ্দেশ্যে ভাঙিয়া দিয়াছেন এবং এতদ্‌বাবদ মাননীয় কলিকাতা উচ্চ আদালতে W.PA.- 15839 of 2024 মামলা বিচারাধীন থাকিলেও মালিকপক্ষ শ্রী শ্রীকান্ত মন্ডল তৎবিষয়ে সম্মক জ্ঞাত থাকা স্বত্ত্বেও উক্ত প্রেমিসেস বা ভূমি গোপনে হস্তান্তর করিতে নানাভাবে প্রয়াসী হইয়াছেন। যদ্যাপি পরম্পরায় জ্ঞাত হইয়া বিচারাধীন উক্ত প্রেমিসেস কেহ খরিদ ইচ্ছুক হইলে তিনি নিজ দায়ে এবং দায়িত্বে খরিদ করিবেন ।

**Goutam Bera
Advocate
F/1638/1631/1999**

বিজ্ঞপ্তি

ইন দ্য কোর্ট অফ ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট, হুগলী ।

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-১২/২১

দরখাস্তকারীঃ দীপেন্দু মুখার্জ্জী, পিতা-ঁগঙ্গাহরি মুখার্জ্জী, সাকিম-মগরা স্টেশন রোড, কোলা, পোঃ ও থানা-মগরা, জেলা-হুগলী।

এতদ্বারা সন্দীপ মুখার্জ্জী, অশোক মুখার্জ্জী, উভয়ের পিতা-ঁগঙ্গাহরি মুখার্জ্জী, শ্রীমতী প্রিয়া পাল, স্বামী-কৌশিক পাল, সকলের সাকিম-জয়পুর শিবতলা, পোঃ ও থানা-মগরা, জেলা-হুগলী। রাজু চক্রবর্ত্তী, পিতা-কান্দু চক্রবর্ত্তী, সাকিম-বড়শুল, শক্তিগড়, জেলা-পূর্ব বর্ধমান আপনাদের জানাইতেছি যে, জেলা-হুগলী, থানা-মগরার অধীন, জয়পুর নিবাসী অধুনা মৃত সত্যময়ী দেবী, স্বামী-ঁগঙ্গাহরি মুখার্জ্জী গত ইংরাজী ০২/০৯/২০০১ তারিখে পরলোক গমন করায় তার ত্যাক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্তে উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনাদের আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে ।

তপশীল

জেলা ও জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা-মগরা, জে.এল.নং- ২২, জয়পুর মৌজা, আর.এস. খতিয়ান নং-২৩, এল.আর খতিয়ান নং-৬০, দাগ নং-৩৩৫, উত্তর, দক্ষিন, পূর্বে-৩৮'৯" লম্বা ও পূর্ব পশ্চিমে ১৫'-৩" চওড়া, ২টি ঘরসহ যাহা রান্নাঘর এবং সাবঘর যাহার পরিমাপ ১৪ শতক ৫.৫ বর্গফুট।

**দরখাস্তকারীর পক্ষে
মৈত্রেয়ী দাস মাইতি
এ্যাডভোকেট**

**অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট, হুগলী**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ ই জুলাই, ২১ শে আষাঢ়। শনিবার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র দশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সতর্কতা পরিবারের কোন সদস্য দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হলেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর বৃদ্ধি। কর্মে নতুন আসার পথ দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আনন্দাদি। কর্মে যোগাযোগের দ্বারা নতুন পথে পরিচালিত হওয়া যাবে। বিশেষত যারা NGO তে কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। বেতনভুক কর্মের দ্বারা খ্যাতি। লেখক-সাংবাদিকদের সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর মন্ত্র। ওঁম নমঃ শিবায়।

মিথুন রাশি : অতীব শুভদিন। স্বজন-দ্বারা পরিচালিত, কোনও নিমন্ত্রণে আনন্দাহি। নিজ নামে নয়-এমন কোন সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রাপ্তি। কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যা মুক্তি সম্ভব।

কর্কট রাশি : আজ চিন্তা করতে হবে। আজ সচেতন থাকতে হবে। কর্ম প্রার্থীদের জন্যে অতবী শুভদিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরন। বৈবাহীক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে সুখ প্রাপ্তি, বিদ্যাযোগে-ধৈর্য্য রাখতে হবে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : ভ্রমণে বিষযোগ। পরিবারে কোনও নিমন্ত্রিত সদস্যর দ্বারা, বিভ্রান্তি মূলক আচরনে দুঃখপ্রাপ্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর। গবেষকদের লক্ষ্য পূরণে সময় প্রয়োজন। মন্ত্রঃ বিষ্ণুদেব মন্ত্র।

কন্যা রাশি : একরাশ কালো মেঘ থাকলেও আনন্দ প্রাপ্তি।বাণিজ্য বৃদ্ধি। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের লাভ প্রাপ্তি। খাদ্য দ্রব্যের কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যাবসায়িদের লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্য শুভ। বৈবাহীক বিষয়ে কথা পাকা হবে। মন্ত্র দূর্গা দেবী।

তুলা রাশি : দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামীর সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করা। প্রবীন নাগরিকদের শারীরিক পীড়া, ধৈর্য্যচ্যুতি-তে ক্ষতি। ভ্রমনে শান্তি নেই। পারিবারিক কোন কনিষ্ঠ সদস্যর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব। মন্ত্রঃ তারা দেবীনীল সরস্বতী।

বৃশ্চিক রাশি : প্রবীন নাগরিকের জন্য সম্মান প্রাপ্তি।ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স, সম্বদ্বিত কর্মে নজর দেওয়া উচিত। বিশ্বাস রাখা ভালো, কিন্তু বিশ্বাসের পাত্রকে একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ে কর্মে যারা ব্রতী, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মন্ত্রঃ দেব নারায়ণ।

ধনু রাশি : প্রেম শুভ। বৈবাহিক জীবনের বাঁধা কি করে কাটবে? গোড়ায় গলৎ। মাঙ্গলিক যোগ কি খন্ডন হয়েছিল? এক প্রতিবেশীর আচরনে দুঃখ প্রাপ্তি। আইনি বিষয়ে সতর্কতা। জমি-বাড়ি-বাস্তু বিষয়ে সতর্কতা। বিদ্যার্থীদের সচেতনা প্রয়োজন। গৃহ-বিবাদের কারেন মনদুঃখ মন্ত্রঃ দেব গণেশ।

মকর রাশি : কোন পুরাতন বান্ধবের অসহযোগিতা আজ দুঃশ্চিন্তার কারন হবে।নৈরাশ্য-হতাশা থাকবে। যন্ত্রাংশ বা লৌহ আকরিক ব্যাবাসয়ীদের জন্যে কিছু সুখবর। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শুভ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : গৌড় বর্নের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা নতুন পথে চলতে হবে।সকলকে আপন করতে গিয়ে বিরূপ সমালোচনা হবে। মন্দিরে কেন যাচ্ছেন না? দেববদেবী কৃপালাভে সমস্যা মুক্তির পথ দেখা দেবে। বৈবাহীক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক বিবাদ। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

মীন রাশি : নার্ভের পীড়া। প্রবীন নাগরিকদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি হলেও সমস্যার পথ। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ নেওয়া র আগে একবার অন্তরাত্মাকে একাধিক বার জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের বাইরে আছে এমন এক সন্তানের জন্যে দুঃশ্চিন্তা থাকবে। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**(আজ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১২৪ তম শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা, ধৃত মহিলা-সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও সাঁকরাইল থানার যৌথ অভিযানে হাওড়ার ধুলাগড় থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স গাঁজা পাচারের খবরটি হাওড়ার সাঁকরাইল থানার পুলিশ আধিকারিকদের জানান। এরপর যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা পাচারকারী-সহ ৩ জনকে হাতেনাতে ধরে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৩০ কেজি।

পুলিশ সূত্রে খবর, উড়িষ্যা থেকে দুই যুবক ট্রেনে আসছিল। ট্রেনটি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে সাঁকরাইল স্টেশনে ওই দুই যুবক ও মহিলা নেমে পড়ে। এরপর ধুলাগড় জাতীয় সড়ক থেকে গাড়ি ধরে বারাসত বা মধ্যমগ্রাম যাওয়ার পরিকল্পনা করে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই তিনজনকে ধরে ফেলে। তাদের সঙ্গে থাকা দুটি ট্রলি ব্যাগ ও একটি পিঠ ব্যাগ সার্চ করতেই বেরিয়ে আসে কিলো কিলো গাঁজা। গাঁজা পাচার কাণ্ডে ধৃতরা রাজীব সাহা বাড়ি বিরাটি, জয়ন্ত কুন্ডুর বাড়ি গড়িয়া ও পারমিতা চন্দ্রের বাড়ি দমদম। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, উড়িষ্যা থেকে এই গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছিল শহরে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই ঘটনাতে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তাও জানার চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা। এই মাদক পাচারের সাথে আন্তঃরাজ্য চক্র যুক্ত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চালের সরবরাহ শেষ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খরিফ মরশুমে কোটা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে চাল সরবরাহ চলতি মাসের মধ্যেই শেষ করতে চালকলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দফতর। আগে ওই সময়সীমা ছিল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তা এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তবে চালকলগুলি রাজ্য সরকারকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তই চাল সরবরাহ করতে পারবেন। ধান সংগ্রহ নিয়ে গতকাল খাদ্য দফতরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৈরি চাল যাতে রাইস মিলগুলি যথাসময়ে দেয় তার জন্য তাদের উপর চাপ রাখতে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির পরিমাণ আগামী খরিফ মরশুমে আরও বাড়ানো হয়েছে। ৫০০ কুইন্টাল ধান নিয়ে চাল তৈরিতে রাইস মিলকে ৫০ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা রাখতে হবে।

টেলিমেডিসিন পরিষেবায় যুক্ত হল ক্যান্সার চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের টেলিমেডিসিন পরিষেবা স্বাস্থ্য ইঙ্গিতে এবার স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকেএম হাসপাতালের নামকরা চিকিৎসক এবং তাঁদের সহযোগীরা প্রতি শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত স্বাস্থ্য ইঙ্গিত টেলিমেডিসিনে এই অনলাইন ক্লিনিক চালাবেন। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম বলেছিলেন, 'আমরা আশা করছি দূরদূরান্তের রোগীরা নতুন উদ্যোগের ফলে উপকৃত হবেন।' সূত্রের খবর, রাজ্যের ২৪টি মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্সার চিকিৎসার আউটডোর পরিষেবা চলে। এই ধরনের আউটডোর চালু রয়েছে ১৪টি জেলা হাসপাতালেও। সবমিলিয়ে এই ৩৮টি হাসপাতালকে নয়া পরিষেবার জন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে পিজি'র সঙ্গে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ইঙ্গিত টেলিমেডিসিনে পিজি হবে 'হাব'। আর এই ৩৮টি হাসপাতাল হবে 'স্পোক'। ওইসব হাসপাতালের আউটডোরে আসা রোগিণীদের উপসর্গ জেনে রিপোর্ট দেখে মতামত দেবেন পিজি'র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। যাঁদের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবেই শুধুমাত্র চিকিৎসা করা সম্ভব, তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে সে কথা। যাঁদের কলকাতায় আসা একান্তই জরুরি, তাও বলে দেওয়া হবে। জেনারেল সার্জারি বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা অধ্যাপক ডক্টর দীপ্তেন্দ্র সরকার গোটা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সহ গোটা দেশেই মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন ব্রেস্ট ক্যান্সারে। প্রতি ১০০ জন ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলার মধ্যে ২৬ শতাংশই স্তন ক্যান্সারে ভোগেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সার্ভাইক্যাল বা জরায়ু মুখের ক্যান্সার। স্বাস্থ্য ইঙ্গিতে ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসা চালু করার আগে আশা-এএনএমদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরাও। একদিনে এই পরিকল্পনা বাস্তবা য়িত করেনি রাজ্য। অন্তত তিন বছর ধরে এই উদ্যোগ চলছে। এর আগে শুধু ২০২২-২৩ সাল বা এক বছরে ৫৭ লক্ষ মহিলার স্তন পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৯ হাজার মহিলার ব্রেস্ট লাম্প পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে ১৮০০ জনের স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে।

মানিকতলা ডোমপাড়ায় ছাতার বাটের কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে রথ।

শাসক দলের নাম করে তোলা আদায়, পুলিশের জালে প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্রের নাম করে ফোনে তোলা আদায়ের অভিযোগ। ফোনে একাধিক ব্যবসায়ীর কাছে টাকা দাবি করে ওই প্রতারক। গোটা ঘটনার সত্যতা জানতে পেরে ওই এলাকাতেই ফাঁদ পাতে পুলিশ। পরিকল্পনা মত শুক্রবার শিবপুর ব্লক যুব সভাপতির ডাকে ওই প্রতারক টাকা নিতে আসে রামরাজা তলায়। সেখানেই তার অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল ওই এলাকার যুব তৃণমূলের কর্মীরা ও জগাছা থানার পুলিশ। সেই ব্যক্তি টাকা ভর্তি খাম নেওয়ার পর হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ আধিকারিকরা। তাকে আটক করে থানাতে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিশদে জানার চেষ্টা করছে আধিকারিকরা। এর পিছনে অন্য কারওর মদত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এই ঘটনায় যুব সভাপতি কৈলাস মিশ্র জানান, 'আমি গতকাল এই ঘটনার কথা জনতে পেরে পুলিশ কমিশিনারকে লিখিত অভিযোগ করে জানাই। আজকে সকালে টাকা নিতে এসে ওই ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে। যারাই দলের নাম করে বা কোনও নেতার নাম করে টাকা চাইবে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। দলের ভাবমূর্তি বদনাম করার জন্যই এই ধরণের চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

উল্টোডাঙা দক্ষিণ দাড়িতে আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে শিল্পী ব্যস্ত ঠাকুর তৈরির কাজে।

উচ্ছেদের নোটিশ ধরালো টিটাগড় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ চলছে। এবার বেআইনি জবরদখল উচ্ছেদের নোটিশ ধরালো টিটাগড় পুরসভা। শুক্রবার সকালে প্রশাসনকে সঙ্গে টিটাগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল বিটি রোডের মুখ থেকে শুরু করে টিটাগড় স্টেশন রোডের দু'পাশে ফুটপাত দখল করে থাকা দোকানদারদের নোটিশ ধরালেন। নোটিশে উল্লেখ, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে স্টেশন রোডের দু'ধারের ফুটপাত জবরদখল খালি করতে হবে। অন্যথায় পুরসভা ও প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। উচ্ছেদের নোটিশে বিপাকে পড়েছেন ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল বলেন, 'প্রত্যেকটি দোকানদারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ওদের সরে যেতে বলা হয়েছে। না সরলে পুরসভা ও প্রশাসন যৌথভাবে জবর-দখলদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিকল্প কোনও জায়গার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তার চিন্তা-ভাবনা চলছে।'

বিকশিত ভারত প্রকল্পে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংগঠনের সদস্য ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তপসিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে গঠিত কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের বিকশিত ভারত প্রকল্পে নতুন দিশা ঘোষণা করলেন সংগঠনের সম্পাদক সৌমেন কোলে। সৌমেনবাবু জানালেন, 'সোনার বাংলা গঠনের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করতেই কৃষি বিকাশের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের একটি সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচন করাই লক্ষ্য।' ইতিমধ্যেই সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট-এর স্বীকৃতি মিলেছে গত ২০২৩ এর ২৩ আগস্ট।

এই মুহূর্তে বৈদেশিক বাজারে প্রবল চাহিদাপূরণে কাঁকড়া ও চিংড়ি সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে চাষ-সহ ৫টি প্রকল্প দিল্লির সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রকল্প বিজ্ঞানসম্মত ও খরচ কম হওয়ায় আদর্শ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে যেসব গৃহবধূ কাঁকড়া মীন ও চিংড়ি মীন সংগ্রহ করেন, তাঁদের কাছ থেকে মীন কিনে একদিকে যেমন তাঁদের আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব হবে, তেমন সংগঠিত প্রয়াসে তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে এই সংগঠন বিজ্ঞানসম্মতভাবে মীন প্রতিপালন করে বিক্রয়ের উপযোগী করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে থাকছে সিঙি মাছ ও হাঁস প্রতিপালন। তবে হাঁসের চাষ মাংস বিক্রির জন্য নয়। মাছের প্রিয় খাদ্য হাঁসের তরল মল। যা সম্পূর্ণ ভাবে জৈবিক উপাদান। কারণ হাঁসের খাদ্য গুগলি। হাঁসের ডিমের খোল, সাদা ও হলুদ অংশ আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুঁড়ো করে পুকুরে মাছে খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। এই কর্মযজ্ঞ আশা করা যাচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করা যাবে। ভবিষ্যতে বিদেশে চিংড়ি ও কাঁকড়া রপ্তানি করা ছাড়াও স্বাস্থ্যকর মাছ সিঙি দেশজ বাজারে বিপণনের ব্যবস্থাও করা হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকাশ কুমার মণ্ডল, হিন্দোল চট্টোপাধ্যায়, মৃদুল তরফদার, বিপ্লব রায়, শুভঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ। প্রত্যেকেই সংগঠনের সম্পাদক সৌমেন কোলের যোগ্য নেতৃত্বের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৪ ২০ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

এবারও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শুরু হবে ইস্কনের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৭ জুলাই রথযাত্রা। এই বছর ৫৩ তম বর্ষে পর্দাপণ করেছে ইস্কনের রথযাত্রা। প্রতি বছরই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তার অন্যথা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সূচনা হবে রথযাত্রার। এর পাশাপাশি ওই দিনই অ্যালবার্ট রোড থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পার্কের নামকরণ এবং আলিপুরদুয়ারে আদ্যাপীঠ মন্দিরের নতুন মন্দিরে উদ্বোধন করবেন বলেই জানা গিয়েছে।

শুক্রবার ইস্কনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী রবিবার সকাল ৮টায় ইস্কন মন্দির থেকে প্রথমে জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে তোলা হবে রথে। এরপর দুপুর দু'টো নাগাদ রথে উঠে আরতি করবেন মমতা। টানবেন রথের দড়ি। মুখ্যমন্ত্রীর এই রথের দড়ি টানার মধ্যে দিয়েই শুরু হবে রথযাত্রা। দুপুর ২ টো নাগাদ মিন্টো পার্কের হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট, ৩সি অ্যালবার্ট রোড মন্দির থেকে রথ বেরোবে। সেখান থেকে এজেসি বসু রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, এসপি মুখে াপাধ্যায় রোড, আশুতোষ মুখে াপাধ্যায় রোড, চৌরঙ্গী রোড, এক্সাইড ক্রসিং, জওহরলাল নেহেরু রোড, আউট্রাম রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকবে রথ। আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত রথ থাকবে পুণ্যার্থীদের দর্শনের জন্য। আগামী ১৫ জুলাই সোমবার উল্টোরথ।

উল্টোরথের দিন বেলা ১২টা নাগাদ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রথ বেরোবে। সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট থেকে বাঁদিকে নিয়ে জওহরলাল নেহেরু রোড, ডোরিনা ক্রসিং, এসএন ব্যানার্জি রোড, মৌলালি ক্রসিং,সিআইটি রোড, সুরাওয়ার্দি এভিনিউ, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং,শেক্সপিয়ার সরণি, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, ৩সি অ্যালবার্ট রোড হয়ে ইস্কন মন্দিরে ঢুকবে রথ।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, গতবছরের মতো এই বছরও নৃত্য শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর নাচের গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করবে। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। চলবে ভোগ প্রদান। প্রায় ১৫০-র বেশি দেশের প্রতিনিধিরা আসবে এই রথযাত্রায়।

এরই রেশ ধরে ইস্কনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালে ১৯ লক্ষ মানুষকে ভোগ খ াওয়ানো হয়েছিল। ২০২২ সালে ২৫ লক্ষ লোক ভোগ খাওয়ানো হয়েছিল। ২০২৩ সালে প্রায় ২৭ লক্ষ ভক্তকে ভোগ খাওয়ানো হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে বলেই আশাবাদী ইসকন কলকাতা কর্তৃপক্ষ।

২০১৪-র প্রাথমিক নিয়োগ মামলা নিরসনে এক্সপার্টদের সাহায্য নিতে পারবে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৪ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় এবার সিবিআইকে অলআউট ঝাঁপানোর নির্দেশ দিল আদালত। হাইকোর্টের বক্তব্য, এই ঘটনার নিরসনে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের এক্সপার্টদের শরণাপন্ন হতে পারবে সিবিআই। প্রয়োজনে নিতে পারবে বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যও। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ শুক্রবার মামলার শুনানিতে নির্দেশ দেয়, প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় আইবিএম, উইপ্রো, টিসিএস বা যে কোনও বেসরকারি আইটি সংস্থার সাহায্য নিক সিবিআই। একইসঙ্গে সরকারি কোনও সংস্থার, এমনকী 'এথিক্যাল হ্যাকার'-এরও সাহায্য নিতে পারবে তদন্তকারী সংস্থা। দেশের বাইরে হলেও তার সাহায্য নিতে পারে সিবিআই। আর তার যাবতীয় খরচ বহন করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ফলে এবার প্রাথমিকের ২০১৪ সালের ওএমআর ও সার্ভার দুর্নীতির শেষ দেখতে আরও সক্রিয় হতে চলেছে সিবিআই।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার সিবিআইয়ের তরফে জমা পরা ওএমআর সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ। তারপরই আদালতের এই নির্দেশ। এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, প্রথম সার্ভারের কপি কতবার ট্রান্সফার হয়েছে তা নিয়ে। সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, তথ্য এডিট হয়েছে কি না তা নিয়েও। আর তা হয়ে থাকলে, তাও কতবার হয়েছে তা জানতে চায় আদালত। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, সাত সপ্তাহ পরে সিবিআইকে এই নির্দেশ কার্যকরের ক্ষেত্রে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে।

প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশেই প্রাথমিক মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। গত ২ জুলাই এই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মান্থা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শোনান। ওএমআর শিটের অরিজিনাল সার্ভার বা হার্ড ডিস্কের তথ্য জানতে চান বিচারপতি। সিবিআইকে বলা হয়েছিল সকলের সামনে এই তথ্য আনতে হবে শুক্রবার। এদিন সেই তথ্য নিয়েই এদিন শুনানি হয়।

আধার লিঙ্কের পরই ডিজিটাল সমীক্ষায় নাম লেখাতে পারবেন হকাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধার লিঙ্ক হলে তবেই কোনও হকার পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী ডিজিটাল সমীক্ষায় নাম লেখাতে পারবেন। সূত্রে খবর, এমনই নির্দেশ এসেছে কলকাতা পুরসভা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার লিঙ্ক না থাকলে, সংশ্লিষ্ট হকার এই লিঙ্ক করতে দিন পাঁচেক সময় পাবেন।

প্রসঙ্গত, হকারদের ফুটপাথ দখ ল নিয়ে নবান্নের বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই শহর জুড়ে হকার নিয়ন্ত্রণের কাজে নামে কলকাতা পুরসভা। পুরকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন, নতুন অ্যাপ তৈরি করে হকারদের ডিজিটাল সমীক্ষা করা হবে। সেই কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে দিন দুইয়ের মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি পুর আধিকারিককে ডিজিটাল সমীক্ষার কাজে পাঠানো হয়। জানা যায়, সমীক্ষায় নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য হকারদের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করাব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় পুর আধিকারিকদের। হকারদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক হকারের সিম কার্ড রয়েছে অন্যের নামে। সেই নম্বরে আধার লিঙ্কই নেই। হকারের নামের সঙ্গে মোবাইল নম্বর না মেলায় ডিজিটাল সমীক্ষা করতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়ছেন পুর আধিকারিকরা। শেষ পর্যন্ত পুরকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন, যে যে হকারদের মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার লিঙ্ক নেই, তাঁদের সেই কাজ করতে দিন পাঁচেক সময় দেওয়া হবে। আধার লিঙ্ক করার পরে সেই নথি দিলে তবেই সংশ্লিষ্ট হকার ডিজিটাল সমীক্ষায় নিজের নাম লেখাতে পারবেন। পুর আধিকারিকদের এই সমীক্ষার কাজে সাহায্যের পাশপাশি নিরাপত্তাও প্রদান করছে স্থানীয় থানা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুরো আধিকারিক জানান, কলকাতার মতো বড় শহরে সব হকারকে এক ছাতার তলায় আনা খুবই কঠিন কাজ। সেই কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যা হবেই। সেই সব সমস্যার সমাধান করেই সমীক্ষার কাজ শেষ করতে হবে।

অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল বন্ধের নোটিশ

মিলে ঠিকাদারি রাজ চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে আচমকা সাময়িক সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলল জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে। কাজ হারালেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে সাড়ে ৩ হাজার শ্রমিক। বৃহস্পতিবার রাতে মালিকপক্ষ মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। শুক্রবার কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা দেখেন বন্ধের নোটিশ ঝুলছে। সাময়িক বন্ধের নোটিশে উৎপাদনের ঘাটতিকেই দায়ী করেছে মালিক পক্ষ। নোটিশে উল্লেখ, এস ফোর তাঁত বিভাগের শ্রমিকদের একাংশ ঠিকমতো কাজ করছে না। হেল্পারদের কাজে লাগিয়ে তারা দীর্ঘক্ষণ টিফিনের নামে সময় ব্যয় করছে। শ্রমিকদের একাংশ কাজ না করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। এমনকি শ্রমিকদের একাংশ কাজ বন্ধ রেখে বেআইনিভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। ফলে মিলে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। মিল বন্ধ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'মিলে ঠিকাদারি রাজ চলছে। স্থায়ী-স্পেশাল শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন না। অথচ ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। তা নিয়ে ওই মিলে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'বাংলায় জুটের অভাব নেই। সাত দিনের জায়গায় তিন-চার দিন কাজ হচ্ছে। আসলে বাংলাকে শিল্প-শ্মশানে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।'

ডাকাতি করতে এসে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধে লেক গার্ডেন্সের এক গেস্ট হাউসে চলেছিল গুলি। বান্ধবীকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছিলেন এক যুবক। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের শহর কলকাতায় গুলি চালানোর ঘটনা। এবারের ঘটনাস্থল টালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত লেক অ্যাভেনিউ। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, এক বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে লুঠপাটের চেষ্টা হয়। কিন্তু, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা চিৎকার করে ওঠায়, ওই বহুতলের আরও কিছু বাসিন্দা সতর্ক হয়ে যান। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে পালায় ডাকাতরা। তবে যাওয়ার পথে শূন্যে ১ রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। অবশ্য কোনও হতাহতের খবর নেই।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬৮ নম্বর লেক অ্যাভেনিউয়ের এক অভিজাত বহুতলের নয় তলায় থাকেন প্রবীণ দে দম্পতি। দেবাশিসবাবুর বয়স ৬৫ বছর এবং স্ত্রী পুনমের বয়স ৫৯। দেবাশিসবাবু পেশায় ব্যবসায়ী। এদিকে, ওই বহুতলে গত ৫ বছর ধরে সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করত ঝাড়খণ্ডের গিরিডির বাসিন্দা সঞ্জয়। প্রতিদিনের মতোই, গতকাল সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বহুতলে ঢুকেছিল সে। সঙ্গে ছিল আরও দুই যুবক। তাদের নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেয় সে। এরপর সোজা চলে যায় নয় তলার ফ্ল্যাটে। সেখানে একটিই ফ্ল্যাট। কলিং বেল বাজিয়ে গৃহকর্তার নাম ধরে ডাকে। পরিচিত মুখ দেখে দরজা খুলে দিয়েছিলেন দেবাশিস। দরজা খ ুলতেই স্বমূর্তি ধারণ করে সঞ্জয় ও বাকি দু'জন। লুঠপাটের চেষ্টা করা হয়। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন পুনম দে। তাঁর চিৎকার শুনে নীচের একাধিক ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা উপরে ওঠার চেষ্টা করেন। এতেই পালিয়ে যায় ওই ৩ জন। আর পালানোর পথ পরিষ্কার করতেই, তারা ১ রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। পালিয়েও অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ওই রাতেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গুণ্ডা দমন শাখা।

এদিকে, ওই আবাসনটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার। আগাগোড়া সিসিটিভি দিয়ে মোড়া। আবাসনে যাতায়াতকারীদের সকলকেই নাম লিখে, পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হয়। গেটের নিরাপত্তা রক্ষীরা সকলের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখেন। ফলে অপরিচিত কারও পক্ষে এই বহুতলে হুট করে ঢুকে পড়া কার্যত অসম্ভব। তাই আবাসনে প্রবেশের ছাড়পত্র আছে এই রকম কাউকেই বেছে নিয়েছিল বাকি দুই দুষ্কৃতি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান তদন্তকারীদের।

রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারির বার্তা দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সঙ্গে এ জল্পনাও তৈরি হচ্ছে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য বিজেপির এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি রাজনীতি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত। এরপরই শুক্রবার এরই রেশ ধরে দিলীপ ঘোষ এও জানান, তিনি এভাবে থাকতে পারবেন না। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কাজ না থাকলে রাজনীতিকে টাটা বাই বাই বলে দেব। অন্য কারও মতো প্রাক্তন পরিচয় নিয়ে তিনি কাজ করতে পারবেন না। যতক্ষণ দলে রয়েছেন, ততক্ষণ কাজ করে গেলেও একটা সময় পরে তো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রাজনীতি ছাড়াও সমাজে তাঁর অনেক কাজ রয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আরও কিছু দিন অপেক্ষা করব। দলের পক্ষে কিছু জানানো হয় কি না তার অপেক্ষায় রয়েছি। তবে কাজ করে যাচ্ছি। নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিচ্ছি। তবে অপেক্ষার তো একটা সীমা থাকে।'

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, 'যাঁদের বলা দরকার, তাঁদের বলে দিয়েছি। আমি এভাবে কাজ করতে পারব না। আমায় অন্য সংগঠনের দায়িত্ব দিলে সেখানে যেতে পারি। না হলে আমি নিজেই ঠিক করে নেব কোন ধরনের কাজ করা যায়। বসে থাকতে পারব না। এখন দলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে রদবদলের সম্ভাবনা। রাজ্যেও কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তা দেখার পরেই সিদ্ধান্ত।'

জরুরি বৈঠকের ডাক তিন পুলিশকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকেন রাজ্যের তিন পুলিশকর্তা। শুক্রবার বিকেল ৪টে রাজ্যের সব এসপি, সিপিদের নিয়ে ভবানী ভবন থেকে এই বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের তিন শীর্ষ আধিকারিক। সূত্রে খবর, শুক্রবারের এই বৈঠকে ছিলেন এডিজি আইবি, নিরাপত্তা অধিকর্তা, এডিজি আইন শৃঙ্খলা।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, গণপিটুনি, সোনার দোকানে ডাকাতি-সহ রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করতে এই বৈঠক ডাকা হয়। ইতিমধ্যেই গণপিটুনি আটকানো সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে এসপি, সিপিদের ১১ দফা এডভাইজারি দিয়েছে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন শৃঙ্খলা। রাজ্যে গত কয়েকদিনে একাধিক ইস্যু লক্ষ্য করা যায়। গণপিটুনি, সোনার দোকানে ডাকাতি এমনকী ব্যাবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি করারও অভিযোগ সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের উপর এর প্রভাব পড়েছে অনেকটাই। এইসব ইস্যু গুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাম উঠে এসেছে তৃণমূল নেতাদের। এরই মাঝে রাজ্য পুলিশের এই বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

ছানি অপারেশনকাণ্ডে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠকে স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেটিয়াবুরুজ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ছানি অপারেশন কাণ্ডের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের চিকিৎসক মহল। এরই মধ্যে শুক্রবার জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সরকারি হাসপাতালে ছানি কাটাতে গিয়ে প্রায় ১৬ জনের দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। প্রাথমিক রিপোর্টে ইঙ্গিত, ছত্রাক থেকেই সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, রোগীদের চোখে কীভাবে ছত্রাকের সংক্রমণ হল তা নিয়ে।

সংক্রমণ ছড়ানোর পিছনে একাধিক সম্ভাবনা থাকতে পারে বলেই মনে করছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। মেটিয়াবুরুজ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ওটি-তে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওটি রুমের জন্য সংক্রমণের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাহলে কি ছানি অপারেশনের পর বাড়ি ফিরে সংক্রমণের শিকার হয়েছেন রোগীরা? তবে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মত, যদি হাসপাতালের বাইরে থেকে সংক্রমণ হয়, তাহলে তিন সপ্তাহ পর থেকে সমস্যায় ভুগতেন রোগীরা। কিন্তু এক্ষেত্রে অপারেশনের চার দিন পর থেকেই সমস্যা অনুভব করতে শুরু করেন রোগীরা।

এখনও পর্যন্ত যেভাবে ঘটনা পরম্পরা এগিয়েছে, তাতে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের অনুমান অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত ফ্লুইড কিংবা কোনও চিকিৎসা সরঞ্জাম এই সংক্রমণের উৎস হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিকেলে ছানি অপারেশন কাণ্ডে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠক বসেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। রাজ্যের ১০৪টি চক্ষু হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন জাতীয় অন্ধত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের আধিকারিকরাও। চক্ষু বিভাগের প্রধানদের পাশাপাশি মাইক্রো বায়োলজির বিভাগীয় প্রধানরাও ছিলেন এদিনের এই বৈঠকে। ভিডিয়ো কনফারেন্সে যোগ দেন সংক্রমণ রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্সরাও। জানা যাচ্ছে, ওটি রুমে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও জীবাণুমুক্তকরণ নিয়েই আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

ব্যয় কমাতে এবার সোলার প্যানেলের দিকে ঝুঁকছে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি সরকারি কোষাগারের ব্যয় কমাতে এবার সোলার প্যানেল ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে লালবাজার। বছর তিনেক আগে পাইলট প্রজেক্টে আলিপুর থানায় সোলার প্যানেল বসিয়ে ইলেক্ট্রিক বিলের খরচ কমাতে পেরেছিলেন পুলিশকর্তারা। এরপর বডিগার্ড লাইন্স-সহ আরও কয়েকটি অফিসে সোলার প্যানেল বসানো হলেও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে তেমন তৎপরতা চোখে পড়ছিল না। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি অফিসে বিদ্যুতের খরচ কমানোর নির্দেশ দেওয়ার পরেই সোলার প্যানেল লাগাতে তৎপরতা বেড়েছে লালবাজারের। লালবাজার সূত্রে খ বর, বছর খানেকের মধ্যে সমস্ত অফিস, কোয়ার্টার, ব্যারাকে সোলার প্যানেল ইনস্টল করতে চাইছে তারা। এমনকী এও জানা গেছে, যাদবপুর ট্র্যাফিক গার্ডেও খুব শীঘ্রই সোলার প্যানেল লাগানো হবে।

সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুলিশের থানাগুলিতে ২৪ ঘণ্টাই অফিসার-কর্মীরা থাকেন। ফলে সারাদিন পাখা, এসি ব্যবহার হয়ে থাকে। কমবেশি প্রতিটি থানাকে এক লাখ টাকা বিদ্যুতের বিল দিতে হয় বলে সূত্রের খবর। ব্যারাকগুলিতে খরচ আরও বেশি। লালবাজার সূত্রে খবর, এজন্য বছরে প্রায় ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা খরচ হয়। এই বিপুল খরচে লাগাম টানতে এবার 'গ্রিন এনার্জি' ব্যবহার করতে চান পুলিশকর্তারা। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আলিপুর থানায় ১০টি সোলার প্যানেল লাগানো হয়।

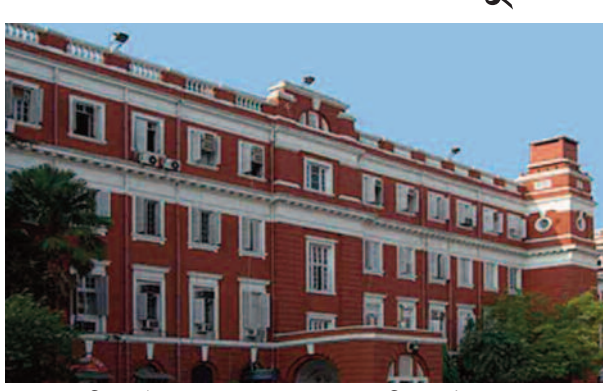

তাতে প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে চার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতিটি থানাতে একই ফর্মুলায় বিদ্যুৎ বাঁচানো যেতে পারে বলে মনে করছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (সংগঠন) অজয় প্রসাদ জানান, 'আমরা বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ করছি। যাদবপুর ট্র্যাফিক গার্ডে সোলার প্যানেল লাগানো হবে খুব শীঘ্রই। এর পর একে একে সব অফিসে বসবে।' সঙ্গে আগামী ১ বছরের মধ্যে পুরোনো বাল্ব বদলে এলইডি লাইট ব্যবহার করতেও বলা হয়েছে। অফিসে কর্মীরা না থাকলে লাইট, এসি বন্ধ রাখতে নির্দেশ গিয়েছে। এই নির্দেশ যে শুধু কথার কথা নয়, তা স্পষ্ট করতে থানা এবং ব্যারাকে প্রতিমাসের ইলেক্ট্রিক বিল রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুগ্ম নগরপাল (সংগঠন) নিজেই।

এদিকে এই প্রসঙ্গে লালবাজারের এক পুলিশকর্তা এও জানান 'আমাদের বাড়িতে কেউ না থাকলে পাখা, লাইট কিংবা এসি চলে না, তাহলে সরকারি দফতরেও তা হওয়ার কথা নয়। অনেক আগে থেকেই খরচ কমানোর নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।' সম্প্রতি লালবাজারের তরফে থানাগুলির জন্য একটি এসওপি জারি হয়েছে। তাতে এলইডি লাইট ব্যবহারের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস করার অভিযোগ উঠল শাসকদলের এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবক প্রসূন সরকার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। পাশাপাশি প্রসূন নোয়াপাড়া শহর-১ তৃণমূলের যুব সভাপতি। ইছাপুর আনন্দমঠ এ ব্লকের বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কাউন্সিলর। ঘোলা থানার সোদপুর নাটাগড় ঘোষপাড়ার বাসিন্দা প্রতারণার শিকার ওই তরুণী শুক্রবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের মহিলা থানায় প্রসূনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে ইছাপুরের রাস্তায় একটি কুকুর অসুস্থ হয়ে

পড়েছিল। সেইসময় নোয়াপাড়া শহর-১ তৃণমূল যুব সভাপতি প্রসূন সরকার পশুপ্রেমী ওই তরুণীকে ডাকেন কুকুরটিকে চিকিৎসা করার জন্য। ইছাপুরে এসে ওই তরুণী অসুস্থ কুকুরটিকে সুস্থ করে তোলেন। সেই থেকে তৃণমূল যুব নেতা প্রসূনের পরিচয় ঘোলার ওই পশু প্রেমী তরুণীর। ক্রমে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতে কাউন্সিলর হন প্রসূন। তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে প্রসূন। এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে তাঁর প্রেমিক। প্রতারক যুবকের চরম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ওই তরুণী। যদিও নিজের দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগের ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন উত্তর ব্যারাকেপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ। পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি তিনি প্রথমবার শুনলেন। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাকে তিনি ডেকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রশাসন আইন মাফিক ব্যবস্থা নেবে।'

সম্পাদকীয়

বন্ধ হোক মহার্ঘ ওষুধের অপচয়

এমন বহু পরিবার আছে, যাদের সারা বছর খাওয়ার খরচ যত, তার তুলনায় চিকিৎসা-বাবদ খরচ অনেক বেশি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসুস্থ সদস্যদের সুস্থ করতে গিয়ে সাধ্যাতীত খরচ করতে হয়। চিকিৎসক অনেক সময় রোগীকে দেখা ও বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর নতুন ওষুধ খেতে বলেন সাত দিনের জন্য। ওষুধের দোকানে গিয়ে নির্দিষ্ট ওষুধটি চাওয়ার পর হাজির করা হল ১০ বা ১৫টি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের একটি পাতা। যখনই দোকানদারকে সাত দিনের জন্য সাতটি ওষুধের কথা বলা হয়, তিনি সাধারণত জানিয়ে দেন, পুরো পাতাটাই নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে রোগী ওই অতিরিক্ত (১০টির পাতা হলে ৩টি, ১৫টির ক্ষেত্রে ৮টি) ওষুধ নিয়ে কী করবেন? রোগীর পরিবার ডাক্তারবাবুকে নিশ্চয়ই বলতে পারে না যে, সাত বা চোদ্দো দিন নয়, এক পাতায় যত ওষুধ থাকে, তার পুরোটাই রোগীকে খাইয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিন। বরং, যে ক'টি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল দরকার, সেই ক'টি মূল পাতা থেকে কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এতে ওষুধ বিক্রেতাদের অসুবিধা কোথায়? প্রয়োজনে, ১০ বা ১৫টির পাতা ২০ বা ৩০-এর আকারে তৈরি করলে তার থেকে এই রকম খুচরো সংখ্যায় বেচা-কেনা উভয়ের পক্ষেই স্বস্তির। আমরা, যাঁরা বার বার চিকিৎসকের কাছে যেতে বাধ্য হই, তাঁদের নানা কারণে ওষুধের অদলবদল ঘটেই। এমনিতেই অনেক পুরনো ওষুধ বাতিল করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, এই অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও তার জন্য কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় দুর্বহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট রোগী-সহ তাঁর পরিবারের কাছে। প্রশাসন, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা, চিকিৎসক মহল-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। তবে জানি না, এই আবেদনে কে কতটা সাড়া দেবে, কারণ এখন মানুষের জীবন থেকে সবসময় তাড়ণা করছে আমদের নিত্যদিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার কথা। আমরা দৌড়চ্ছি, কিন্তু ভাবছি না, এর শেষ কোথায়?

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমলকুটিরে লইয়া আসিতেন। কখন কখন একাকী কমলকুটিরের দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে পরম অন্তরঙ্গজ্ঞানে ভক্তিভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন।

১৮৭৯ ভাদ্রোৎসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার (৩১শে ভাদ্র, ১২৮৬, কৃষ্ণা চতুর্দশী)। আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমলকুটিরে উৎসবে যোগদান করিতে লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

দলাই লামা

১৯৩৫ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত দলাই লামার জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রনবীর সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুনাল ভার্মার জন্মদিন।

শ্যামাপ্রসাদ-বিতর্কিত হলেও বর্ণময় এক জীবন, সাহসী বাংলার কণ্ঠস্বর

শান্তনু রায়

শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ

১৯৪২ এর জুলাই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'সাম্প্রদায়িক'অভিধাপ্রাপ্ত মানুষটির অকৃপণ সহায়তাই রক্ষা করেছিল গুরুতর অসুস্থ কাজি নজরুলের জীবন।তাঁরই উদ্যোগে চিকিৎসায় কবি একটু সুস্থ হলে তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারে মধুপুরে নিজের বাড়িতে পাঠানো এবং অর্থসাহায্যেও কবির পাশে তিনি। মধুপুর থেকে এক দীর্ঘ ও আবেগমথিত পত্রে নজরুল এবিধ ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন-' আপনি এত সত্ত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হত। এই কোয়ালিশন মিনিস্ট্রির একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি ,ভালোবাসি ,আর কাউকে নয়।... আমি জানি আমরাই ভারতবরকে পূর্ন স্বাধীন করব-সেদিনবাঙ্গালির আপনাকে এবং সুভাষ বসুকে সকলের আগে মনে পড়বে — আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যকার নায়ক।...আমার আনন্দিত প্রণাম- পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন'। কিন্তু সেই মন্ত্রিত্বও তিনি হেলায় ত্যাগ করলেন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে।

সাল ১৯৪৩। বৃটিশরা খোজা নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লীগ সরকার ও দেশদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলা থেকে ধান চাল লুঠ করে যখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে প্রায়পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল, তখনও এগিয়ে এসেছিলেন তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ ফাণ্ড'গঠন করে দুস্থ জনগণকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য সেসময় একদিকে যেমন মুসলিম লীগ সরকার বৃটিশের সাহায্যে দুর্ভিক্ষের সংবাদ বিশ্বের কাছে গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল তেমনই এদেশের কম্যুনিষ্টরা দলের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা রহিত করানোর লক্ষ্যে বৃটিশের চোখে 'ভালো' সাজার চেষ্টায় শুধু যে 'পিতৃভূমি' সোভিয়েত আক্রান্ত এই অজুহাতে যুদ্ধরত মিত্রবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য প্রচার চালাচ্ছিল তা নয় ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য/সমর্থকদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আবার ১৯৪৫ এর নভেম্বর। দিল্লির লালকেল্লায় বিচারাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের মুক্তির দাবিতে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছে। কোলকাতার রাজপথে আন্দোলনরত ছাত্ররা এক শোভাযাত্রা বের করলে সন্ধ্যে নাগাদ সেই মিছিলের উপর ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালায়। এতে ধর্মতলা স্ট্রিটে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধায় ও আরও একজন। আহত অনেকে। সারাদিন বাইরে মিটিং করে রাত ৯টা নাগাদ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সারাদিনের ঘটনাবলী ও ছাত্ররা তাঁকে বিকেল থেকে খুঁজছে এ খবর পেয়ে অসুস্থ শরীরেও তিনি ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ছাত্রদের পাশে তাদের এই বিপদে ঘটনাস্থলে যাওয়া উচিত বিধায়। হত আহতদের দেখতে মেডিক্যাল কলেজ ধর্মতলায় মারমুখী পুলিশের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রদের জমায়েতে এবং অকুস্থলে আসা গভর্নর মিঃকেসি ও পুলিশ কমিশনারের সাথে আলোচনা করা-এভাবে সেদিন একমাত্র তিনিই ছিলেন ছাত্রদের সাথে ছিলেন রাত তিনটে অবধি ডঃরাধাবিনোদ পালকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন ও পাকিস্তানের প্রতি নেহরুর তোষণনীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন ১৯৫০ এর ৮ই এপ্রিল।

আট বছর পরে স্বাধীন দেশে ১৯৫৩ সালের ২২শে জুন রাত এগারটা। স্থান শ্রীনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতলের দোতলায় গাইনোকোলজিক্যাল ওয়ার্ডে মাঝারী মাপের একটি ঘরের একটি বেডে শুয়ে আছেন হৃদরোগে আক্রান্ত এক শালপ্রাংশু প্রৌঢ় বন্দী - মৃত্যুর সাথে চলছে লড়াই। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল স্ট্রেপসোমাইসিন জাতীয় ওষুধ যা তাঁর সহ্য হত না, পারিবারিক চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও।অসহ্য যন্ত্রনায় রাত আড়াইটায় মারা গেলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়। মাত্র বাহান্ন বছরে এভাবে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ইতি ঘটল এক বর্ণময় জীবনের।

ইনি আর কেউ নন-হুগলির জিরাটের ডাঃগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র — বাংলার বাঘ আশুতোষ-পুত্র, লন্ডনের লিঙ্কন ইন এর বার-এট-ল, একদা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য এবং কিছুদিন আগে দেশের বানিজ্য ও শিল্পদপ্তরের মন্ত্রিত্ব থেকে পণ্ডিত নেহরুর কাশ্মীর নীতি ও নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির প্রতিবাদে পদত্যাগী ডঃশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পরদিন ২৩শে জুন সকাল হতে না হতেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে স্তম্ভিত সমগ্র দেশকে শোকে মুহ্যমান করে তুলল-সন্দিহানও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। মরদেহ সেদিনই বিমানযোগে কোলকাতায় আনা হচ্ছে জেনে সেদিন যেন সব পথ এসে মিশেছিল দমদম বিমানবন্দরের পথে। পায়ে পায়ে অগুনতি কালো মাথা আর উদ্বিগ্ন ব্যাকুল ক্ষুব্ধ মুখের অধীর আগ্রহে জমায়েত বিমানবন্দরের সামনে বেলা বাড়ার সাথে সাথে। মরদেহবাহী বিশেষ বিমান রাত ন'টা নাগাদ দমদমে এসে অবতরণ করলে অগনিত জনতা যে কিভাবে শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে তার বিবরন পাওয়া যায় ২৪তারিখের প্রথম শ্রেণির এক বাংলা দৈনিকের 'বন্দিদশায় শ্যামাপ্রসাদের জীবনাসান' শিরোনামে এভাবে- 'গভীর শোকের অন্তর্দাহে মুহ্যমান লক্ষ লক্ষ নরনারীর দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষান্তে রাত্রি ৮-৫৫ মিনিটে ভারতের তেজোদৃপ্ত নেতৃত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ একখানি বিশেষ বিমানযোগে দমদম বিমানঘাঁটিতে উপনীত হইলে বিপুল জনারণ্যে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারনা হয়। বিদ্রোহী বাঙলার ঐতিহ্যবাহক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর নেতার জন্মভূমি হইতে বহুদূরে কাশ্মীরে নির্বাসনকালে মৃত্যু হইয়াছে এই দুঃসহ অনুভূতি বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত জনসমুদ্রকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তোলে'।

'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র বিবরন অনুযায়ী মরদেহ বাহী শকটের বিমানবন্দর থেকে ভবানীপুরের বাসস্থান এই দীর্ঘ প্রায় ১৩ মাইল শোকযাত্রা কালে দু' লক্ষাধিক মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা সুসজ্জিত শকটে প্রয়াত এই বীর বঙ্গসন্তানকে শেষবারের জন্য দেখার জন্য পথের দু'ধারে নীরবে দাঁড়ানো শোকার্ত মানুষের সাথে দু'পাশের সব বাড়ির ব্যাল্কনি ও বারান্দাগুলিও ছিল মহিলা ও শিশুর ভীড়ে পরিপূর্ণ।

২৫ তারিখের পূর্বোক্ত বাংলা দৈনিকে 'অপূরনীয় ক্ষতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হল — শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক তিরোধানে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ভারতের জনসাধারণ অন্যতম জনপ্রিয় নেতাকে হারাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজের যাহা ক্ষতি তাহা পরিমাপহীন পরিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাহীন এবং গভীরতায় ও ব্যাপকতায় তুলনাহীন।

সেই সংবাদপত্র গোষ্ঠীই সাময়িক পত্রে লেখা হয়েছিল-এদেশের ঋষিমুনি এবং তত্ত্বদর্শী সাধকগণ অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন রচনা করিয়া গিয়াছেন ভারতের সনাতন আত্মসত্তায় বিশ্বাসী শ্যামাপ্রসাদ সেই আদর্শ সার্থক করিবার সাধনাতেই জীবন দান করিয়াছেন। বাঙ্গালী এমন আপনার মানুষ আর কোথায় পাইবে?বন্দী অবস্থায় এভাবে মৃত্যুর রহস্যজনক ঘটনায় অনেক মনেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, মা যোগমায়া দেবীরও। পণ্ডিত নেহরুকে ৪ঠা জুলাই ১৯৫৩ এক পত্রে যোগমায়া দেবী লিখেছিলেন- আমি এখানে আমার প্রিয় পুত্রের জন্য বিলাপ করছি না।স্বাধীন ভারতের এক নির্ভীক সন্তান বন্দী অবস্থায় বিনা বিচারে চরম শোচনীয় এবং রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছে।সেই মহান বীরের মা হিসেবে আমি নিরপেক্ষ ওযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করছি।যে জীবন চলে গেছে তা আর কিছুতেই আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমি জানি। কিন্তু যা আমি অবশ্যই চাই তা হলস্বাধীন ভারতে এই যে বিরাট শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তার প্রকৃত কারণগুলি এবং আপনার সরকারের তাতে কি ভুমিকা ছিল ভারতের জনগণ নিজেরা তা বিচার করুক।

কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার পণ্ডিতজ্বী কঠিন হৃদয় অবিচলিত একদা সহকর্মীর মৃত্যুর তদন্তের জন্য পুত্রহারা মায়ের আর্তিতেও — ন্যায়বিচারের চেয়ে হয়ত বন্ধুকৃত্য ছিল হয়ত ছিলো যে জরুরি! কোন প্রকার তদন্তে অনিচ্ছুক নেহরুকে হতাশ যোগমায়া দেবী তাঁর ৯ই জুলাইএর পত্রে লেখেন-আপনাকে আর বেশি কিছু লেখা বৃথা। আপনি প্রকৃত ঘট্নার সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন।আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে দায়ী করছি।আপনার সরকারকে এই অপকর্মের অংশীদার হিসেবে অভিযুক্ত করছি। আপনি আপনার হাতে যা বিপুল ক্ষমতা তার সব কিছু দিয়ে বেপরোয়া প্রচার চালাতে পারেন কিন্তু সত্য নিজে তার প্রকাশের পথ খুঁজে নেবেই এবং একদিন আপনাকে ভারতবাসীর কাছে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে এর জন্য জবাব্দিহি করতে হবে। কিন্তু আজও কুয়াশা ঢাকা সে মৃত্যুরহস্য।

প্রসঙ্গত দেশের এই বরেণ্য সন্তানের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক প্রয়াণে মতাদর্শ ও দলীয় রাজনীতির উর্ধে উঠে অনেকেই সেদিন গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন যদিও কংগ্রেস পরিচালিত মাদ্রাজ পৌরনিগমের পক্ষ থেকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সদস্যরা রাজী না হওয়ায়। (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ২৪/০৬/১৯৫৩)

যদিও ইতিমধ্যে ঝিলম দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে বন্ধু নেহরুও শেখ আবদুল্লাকে আটক না করে পারেননি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু নেহরুর চাপেই বাধ্য রাজা হরি সিং কারারুদ্ধ শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়ে কাশ্মীরের মসনদে বসিয়েছিলেন যিনি ক্ষমতায় বসেই স্বরূপ ধরলেন। তাঁর আচরণ এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে 'সীমিত ক্ষমতায়'ই তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণে ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকা জাতীয় পতাকার মত ব্যবহার করতে লাগলেন এবং গোপনে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন স্বাধীন কাশ্মীরের লক্ষ্যে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকাই জাতীয় পতাকার মত ব্যবহার করতে লাগলেন। শেখ আবদুল্লা প্রচার করতে থাকেন ভারত সরকার অযথা কাশ্মীরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তিনি জম্মু ওকাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা চাইলেন;অজুহাত দেখালেন কাশ্মীরি মুসলমানদের তুষ্ট না রাখলে আসন্ন গণভোটের সময় তারা বিগড়ে যেতে পারে। এইভাবে নেহরুকে ব্ল্যাকমেল করে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবি করলেন নিজের স্বার্থে যদিও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় এরকম কোন শর্ত ছিলনা। নেহরু এই ব্ল্যাকমেল হজম করে নিলেন-জম্মু কাশ্মীরের জন্য তৈরি হল ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ ধারা-৩৭০। শেখ আবদুল্লার সাথে হওয়া জুলাইচুক্তি লোকসভায় পেশ হলে শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন — শেখ আবদুল্লা ভারতীয় সংবিধানের অংশীদার কিনা ও ৪৯৭টি রাজ্য নিয়ে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই সংবিধান যদি কল্যাণকর হয় তাহলে তা কাশ্মীরের পক্ষে তা কল্যাণকর হবেনা কেন?-হয়ত এ প্রশ্ন দেশবাসীরও ছিল। বলা বাহুল্য নেহরু এপ্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন।

শেষ পর্যন্ত মে মাসে ৩৭০ ধারা রদের দাবিতে জম্মুতে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলে তাঁর স্থান হয় শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে।

একথা ঠিক যে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে সময়ের প্রয়োজনে বিশেষ প্রেক্ষিতে হিন্দুমহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন আবার সে দল থেকে পদত্যাগ করে পরে জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু অধুনা বিশেষ একটি দলের রাজনীতির প্রতি বীতরাগে প্রায়শ তাঁকে সাভারকরের হিন্দুমহাসভায় যোগ দেওয়া শ্যামাপ্রসাদ বা হিন্দুমহাসভার নেতা ও জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই উল্লেখ করা হলেও এযে তাঁর একমাত্র পরিচয় নয় তা অনুক্ত থেকে যায় যথার্থ মূল্যায়নে অনীহায় অথবা অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে বিমুখতায়,কিংবা বিশেষ কোন রাজনৈতিক ভাবনার সুবিধার্থে তাঁর ভাবমুর্তিকে লঘু অপ্রাসঙ্গিক ও প্রান্তিক করার প্রয়াসে। এই সাহসী ও স্পষ্টবক্তা মানুষটিকে কংগ্রেস 'বামপন্থী'রা এবং ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা রাজনৈতিক সুব্ধির্থে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত ও সুকৌশলে।

আসলে সুভাষচন্দ্র পরবর্তী বাংলার এই জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্নময় এবং অবশ্যই বিতর্কিত। আই সিএস অশোক মিত্র তার 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থে লিখেছেন-পঞ্চাশের দশকে পার্লামেন্টে বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, জওহরলাল নেহরু এবং গোবন্দবল্লভ পন্থের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়।... ওঁদের মধ্যে আবার বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে আমি শ্যামাপ্রসাদকে সর্বোচ্চ স্থান দেব, এমনকি সময়ে সময়ে তিনি জওহরলালকেও অতিক্রম করতেন। শারীরিক দৈর্ঘে-প্রস্থে, সুগম্ভীর সুরেলা গলা,গম্ভুজের মতো উচু কপাল, দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সব মিলিয়ে দরশকের সমীহ আদায় করতেন দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গীতে'।

সে সময় নেহরুজীকে মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে নির্ভীকভাবে কথা বলার বিরল সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় একাধিকবার দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

ক্ষমতাহস্তান্তরও ভাগবাটোয়ায় প্রাপ্ত সদ্যস্বাধীন এদেশের রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় জয়ী হওয়া ক্ষমতাসীন কর্ণধারের দলটিই এদেশে অধিককাল ক্ষমতার কুর্শিতে আসীন এবং দলের রাশও বরাবর তাঁর পরিবারের হাতে থাকায় শ্যামাপ্রসাদের ইতিহাস যে পেছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হবে এতে আর আশ্চর্যের কি!

ইদানীং কোন কোন নেহরুস্তাবকের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি নেহরুজীর উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্তস্বরুপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে উল্লেখ করা হয় কলকাতা ময়দানে বিশেষ অনুষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধের দুই শিষ্যের অস্থি শ্যামাপ্রসাদ কর্তৃক গ্রহণ করার ঘটনা। যদিও সে অনুষ্ঠান হয় কেন্দ্রীয় শিল্পও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং আমৃত্যু মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি শ্যামাপ্রসাদেরই উদ্যোগে। সেই উদ্যোগেই লণ্ডনের মিউজিয়াম থেকে সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়নের অস্থি এদেশে পৌঁছয় ১৩ তারিখে এবং পরদিন ময়দানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে পবিত্র অস্থি পূর্ন স্বর্নকলস গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ সোসাইটির সভাপতি হিসেবে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে খালিপায়ে মাথায় করে সেই স্বর্নকলস বহন করেন শ্রদ্ধার পরম্পরায়, দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিয়েও যান। উদারহৃদয় ও বহুত্ববাদী এবং মানবতাবাদী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও পালি ভাষা প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত তেত্রিশ বছরে উপাচার্য পদে আসীন তরুন শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ্রে বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে দু'টি গান সৃজন এবং পরে ১৯৩৭এ প্রথম বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ হাসান শহীদ সুরাবর্দীকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করে উপাচার্য ও নির্বাচনীসমিতির একজন সদস্য হিসাবে শ্যামাপ্রসদের মন্তব্য এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে এবং উপাচার্য ডাঃ হাসান সুরাবর্দীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা তাঁর উদার হৃদয়েরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনিই উপাচার্য হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি পঠন পাঠন ও চর্চার পত্তন করেছিলেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক শিক্ষাবিদদের নিয়ে এসে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং তাদের ভবিষ্যত দুরবস্থা পূর্বানুমানে তিনি তাদের পক্ষে সরব হয়েছিলেন বলে তাঁকে সাম্প্রদায়িক অপবাদ দেওয়াহয়। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলার এবং পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ন নেতা ফজলুল হক এবং আবুল মনসুর বঙ্গবিভাগের সময় বিতর্কে তাঁর বিরোধীহলেও ব্যক্তিগত আলোচনায় স্বীকার করতেন যে হিন্দু মহাসভা করলেও তাঁর মত উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু নেতা বিরল,এবং এমনকি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার ছিলেন তিনি। তাঁকে সাম্প্রদায়িক অপবাদ দেওয়াহয়,কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন ধর্মীয় সংকীর্নতা ছিল না। বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃরাধাক্‌কৃষ্ণন একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন — His religion was not of narrow kind. He was catholic in his sympathies and broadéôémind-ed in his outlook.

বরাবর দেশভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬ এর ক্যালকাটা কিলিং এর পরও আইনসভায় ভাষনে বলছেন... আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই নির্বোধ এবং অসত্য ধারনা — যার নাম পাকিস্তান ,তাকে মাথা থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা। বাংলায় আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে।

তবু যখন তিনি দেখলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং সমগ্রবঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার চক্রান্ত চলছে। তখন তিনি বাংলাভাগেরও দাবিকরলেন এবং এ দাবি সফল করতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন,কারণ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে বিশেষ হেলদোল ছিল না, আর ভাবাবেগে আপ্লুত শরৎচন্দ্র বসু বা অদূরদর্শী কিরণশঙ্কর রায়ের পক্ষে 'স্বাধীন বঙ্গদেশ' নামে আর এক পাকিস্তান গঠনের চক্রান্ত প্রতিহত করা সম্ভব হতনা বলে তিনি মনে করেছিলেন।উল্লেখ্য শ্যামাপ্রসাদের এই প্রয়াসের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন যদুনাথ সরকার রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদরা ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট জনেরা এবং প্রাথমিক দোদুল্যমানতামুক্ত কংগ্রেস দলও। ফলস্বরুপ বঙ্গবিভাগ-ভারত ইউনিয়ের অন্যতম হল অবিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অংশ নতুন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নামে।

প্রসঙ্গত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী অনিল রায় এবং তাঁদের অনুগামী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী সমর গুহও এবং আরো অনেকে যাঁরা দেশভাগ ও বাংলাভাগেরও বিরোধী ছিলেন আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি ।নৃশংস ও কদর্য অত্যাচারের শিকার হয়ে অসুস্থ কৃষকনেত্রী শ্রীমতী ইলা মিত্র মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে পেরে প্রাণে বেঁচে যান। যেমন সাজ্জাদ জাহীরের মত কম্যুনিস্ট পারটির নেতা যিনি পাকিস্তান প্রস্তাবে তাত্ত্বিক সমর্থন যুগিয়েছিলেন তিনিও সেখানে বেশিদিন টিকতে পারেননি; অচিরেই পাকিস্তান সরকারের রোষে কারাবাসের পর তাঁকেও চলে আসতে হয় সেই ভারতেই। একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ খুব স্বাভাবিকভাবেই এবিধ ঘটনাবলী আজ বিস্মৃত হবেন বই কি! আর আজকের প্রজন্মের অনেকের তো জানাই নেই সেসব ঘটনা। নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির যে অসারতার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ (অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগীরও) তাঁর সে পূর্বানুমান যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগেশচন্দ্র মন্ডলের প্রাণভয়ে এদেশে পালিয়ে এসে প্রেরিত পদত্যাগপত্রের বক্তব্যে ও ঘটনাপ্রবাহে। দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগের ফলেই যে বাংলাভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু বাঙালির নিশ্চিহ্ন হবার পরিস্থিতিতে প্রাণের দায়ে আশ্রয় নেবার অন্তত একটি নিরাপদস্থল হয়ে উঠেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ এ কঠিন বাস্তবতা অস্বস্তিকর ঠেকলেও সত্য।

বলাবাহুল্য রাজনৈতিক দল বিশেষের কোন সুবিধা হয়ে যাবে এ অজুহাতে ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা, হাজার অপ্রিয় অস্বস্তিকর হলেও, অস্বীকার করে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতাকে, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সাথে সর্বাংশে সহমত নাহলেও, স্বীকৃতিদানে পরাম্মুখ হলে তা কেবল সংকীর্ন মনেরই পরিচয় হবেনা অনৈতিকও বটে। এই বর্ণময় মানুষটির ১২৩তম জন্মবার্ষিকী আজ ৬ই জুলাই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়

বর্তমান স্ত্রী-সহ মোট ১০ জনের নামে অভিযোগ দায়ের প্রাক্তন স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের খ্যাতনামা 'গানওয়ালা' চিকিৎসক অনির্বাণ দত্তের মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড় নিল। মৃত চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে বলে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী শর্মি চ্যাটার্জী বহরমপুর থানায় দশজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন মৃতের বর্তমান স্ত্রী অর্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্বশুর শাশ্বতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশুড়ি, মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হোমিও চিকিৎসক বিভাস কুন্ডু সহ পরিবারের বেশ কয়েকজন বন্ধুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতের বাড়িতে পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্ত ছাড়াই দ্রুত চিকিৎসকের মৃতদেহের সৎকারের মতো অভিযোগ তুলে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী বৃহস্পতিবার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগ পাওয়ার পর খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে অনির্বাণের শ্বশুর বাড়ির লোকজন বরাবর তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

গত ২৫ জুন শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যু হিয় চিকিৎসক অনির্বাণ দত্তের। হোমিও চিকিৎসক বিভাস কুন্ডুর দেওয়া শংসাপত্র অনুযায়ী সেদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ইন্দ্রপ্রস্তে শ্বশুরবাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দেখানো হয়। এরপর বহরমপুর খাগড়া শ্মশানে তড়িঘড়ি মৃতদেহের সৎকার করা হয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর চারমাস আগে অর্চিতাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়। সেদিনই প্রাক্তন স্ত্রী মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কেন ছেলেকে সৎকারের অধিকার দেওয়া হল না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বহরমপুর থানায় পরদিন একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন শর্মিদেবী। একইসঙ্গে চিকিৎসকের মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়ে নবান্ন ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্বারস্থ হন চিকিৎসক সংগঠন। চিকিৎসক সংগঠন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে একাধিক জায়গায় চিঠি পাঠান। এবার বহরমপুর থানায় শর্মি চ্যাটার্জীর এফআইআর গৃহীত হল। এফআইআর গ্রহণের পরই চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনা নয়া মোড়া নিল। যদিও অনির্বাণ দত্তের শ্বশুর শাশ্বতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সেদিন যা আমাদের মাথার ঠিক ছিল না। সে সময় যা ভালো মনে হয়েছিল করেছি। তবে আমি জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। কোথাও মামলা রুজু হয়েছে বলেও জানিনা। বাড়িতে তদন্তে পুলিশ আসার বিষয়টিও এড়িয়ে গিয়েছেন। শর্মি চ্যাটার্জী বলেন, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল হাসপাতালের চিকিৎসক অথচ সেখানে না এনে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে হোমিও চিকিৎসকের কাছে মৃত্যু সার্টিফিকেট নিয়েই দাহ করা হয়েছে। ছেলেকে মৃত বাবার মুখও দেখতে দেওয়া হয়নি। উনি ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই কথা হত বাবা ছেলের। আমি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।

গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত রতুয়ার খাসমহল, নষ্ট ৫০ বিঘা ফসল, তলিয়ে গেল ১০০টি কাঁচা বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বর্ষার মরশুম শুরু হতেই লাগাতার গঙ্গার ভাঙনের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে রতুয়া থানার বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত দফায় দফায় ভাঙনে প্রায় ৫০ বিঘার জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। প্রায় ১০০টি কাঁচা বাড়ি ভাঙনের জেরে গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। শুক্রবার সকাল হতেই নিজেদের ঘরবাড়ির আসবাবপত্র ও সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। এই পরিস্থিতিতে এলাকার ভাঙনের খোঁজ খবর নেন রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল দলের বিধায়ক সমর মুখার্জি। দ্রুত প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষার মরশুমে গঙ্গার জলস্তর বাড়লেই ক্ষতির মুখে পরে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। মরশুমের শুরুতেই রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকায় গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বিঘা জমি ও ১০০টি বাড়ি গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। ফলে যেটুকু বসত বাড়ি রয়েছে তার সমগ্রী রক্ষায় অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, তিন এলাকায় গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনো রকম সাহায্য মেলেনি। প্রশাসনের কর্তারাও আসেনি। বর্তমানে আমরা নিরুপায়। কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না। বাধ্য হয়ে যেটুকু বসত ভিটার সামগ্রী রয়েছে তা নিয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কারণ বেশির ভাগ জমি জায়গায় গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে।

রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মুখার্জি বলেন, শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই আজকে গঙ্গার ভাঙনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই এলাকাটি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। যেখানকার সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু রয়েছেন। তিনিও পার্লামেন্টে গঙ্গার ভাঙন নিয়েগে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না। ফলে সাধারণ মানুষকে ভাঙনের জেরে আশ্রয়হীন হয়ে পড়তে হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে কিছু কিছু এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হয়েছে। তবে খাসমহল এলাকায় নতুন করে ভাঙন শুরু হওয়ায় বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেগুলিকে নিকটবর্তী সরকারি স্কুলগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য প্রশাসন উদাসীন থাকলো, কেন্দ্র সরকারকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, ভাঙন পরিস্থিতির বিষয়টি খতিয়ে দেখেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শহরের ব্যস্ততম বেহাল রাস্তার হাল ফেরাবে কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা শশীভূষণ গড়াই রোড তথা এসবি গড়াই রোড। বাড়ছে দুর্ঘটনা, শহরের সেই ভিআইপি রাস্তাই এখন যেন মৃত্যুফাঁদ। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল অর্থাৎ বিদ্যুতের তার মাটির নীচে পাতার পর করা হয়নি রাস্তার মেরামতি। পিচের রাস্তা ফেটে হয়েছে দু'ভাগ। সামান্য বৃষ্টিতেই খানাখন্দ ভরেছে জলে। তাতে পড়ছেন গাড়ি চালকরা। নরম মাটিতে ঢুকে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। ভেঙে যাওয়া রাস্তার নীচে থাকা এঁটেল মাটি ঢেকে ফেলেছে রাস্তা। পিছলে পড়ছেন পথচারীরা। দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্কুল কলেজ পড়ুয়া, রোগী ও রোগীর পরিবার, অফিস যাত্রী ও সাধারণ বাসিন্দারা। এতটাই ভয়ঙ্কর অবস্থা গড়াই রোডের। এখনই এই দশা। বর্ষা নামলে কি হবে অবস্থা, আতঙ্কে ভুগছেন শহরবাসী।

অথচ শশীভূষণ গড়াই রোডের দু'পাশে বেশ কয়েকটি নামি স্কুল, একটি কলেজ, জেলা হাসপাতাল, আদালত সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অফিসকাছারি রয়েছে। ৬ কিমির এই রাস্তায় স্কুল -অফিস চালু ও ছুটির সময়ে এমনিতেই বেশ যানজট হয়। তার মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতি ও পুরসভার উদাসীনতায় ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শহরবাসীকে। এই রাস্তার দু'পাশে নতুন ধাঁচের ঝকঝকে আবাসন, শপিং মল। কিন্তু সেই শহরেই রাস্তায় চলতে গেলে হোঁচট খাওয়া দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে বাসিন্দাদের কাছে। ঘটছে দুর্ঘটনাও।

বেহাল এই রাস্তা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী রাস্তার দু'পাশে হকার উচ্ছেদ নিয়ে যতটা ব্যস্ত রাস্তার সংস্কার নিয়ে ততটাই উদাসীন। শহরের এই রাস্তাটি এতটা বেহাল ছিল না। প্রশাসনের গাফিলতিতে এই রাস্তাটি বেহাল হয়েছে। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় ঘটনার দায় চাপিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকা সংস্থার ওপর। মেয়রের দাবি, রাস্তা মেরামতির জন্য ৭ কোটি টাকার মতো বাজেট দেওয়া হয়েছিল ওই সংস্থাকে। কিন্তু তারা মাত্র ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা দিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল একদিকে রাস্তা খোঁড়া হবে, কেবল পাতা হবে। মেরামতি হবে। তারপর আবার নতুন রাস্তা খোঁড়া হবে কিন্তু তারা একসঙ্গে সমস্ত রাস্তা খুঁড়ে বেহাল অবস্থা তৈরি করেছে।

বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা উপনির্বাচনের রাজনৈতিক উত্তাপ যেভাবে বাড়ছে সেখানে দাঁড়িয়ে একে অপরের দিকে কাঁদা ছোড়াছুড়ি চলছে। বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসের নির্বাচনের প্রচারে আসার পর বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে বলার পরেই বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলকে কেন্দ্রীয় (সিআইএসএফ) নিরাপত্তা দেওয়া হল, কটাক্ষ তৃণমূলের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে হেলেঞ্চাতে গত রবিবার প্রচারে এসেছিল রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। হেলেঞ্চা বিজেপি নির্বাচনী কার্যালয়ে যাওয়ার সময় বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডলকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য মার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হল বনগাঁর জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলকে। চারজন সিআইএসএফ জওয়ানকে নিরাপত্তার দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, আমাকে অনেকবার হুমকি দেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের দিন বাগদা হাসপাতালে আক্রান্ত হয়েছি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মনে করেছে সেই কারণে নিরাপত্তা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আক্রমণ করেছেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, একজন বিচারাধীন আসামিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে এটা বোঝা যায় যে বিজেপির কি অবস্থা।

স্ত্রীর বালতির আঘাতে মৃত্যু স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: স্ত্রীর বালতির আঘাতে মৃত্যু হল স্বামীর। ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার রুইপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রোড স্টেশন এলাকায়। বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত বারোটা নাগাদ নিজের বাড়িতেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাধলে হঠাৎই প্রথমে স্বামী স্ত্রীকে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে যায়। এরপর স্ত্রী ভারী বালতি এনে স্বামীর মাথায় আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামী যখন লুটিয়ে পড়েন তখন ভয় পেয়ে স্ত্রী বিজলি বিশ্বাস বাড়িতে তালা দিয়ে থানায় গিয়ে সমস্ত কিছু স্বীকার করেন। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি নিয়ে যান শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। মৃত ব্যক্তির নাম অশোক বিশ্বাস বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্ত্রী বিজলি বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ঠিক কি কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা বেধেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত স্ত্রী বিজলি বিশ্বাস জানিয়েছেন, স্বামী মদ্যপ অবস্থায় বাড়ীতে এসে প্রায়ই অত্যাচার করত। একই ভাবে বৃহস্পতিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর ধরালো অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করে। এরপরই আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে বালতি পেয়ে তা দিয়েই স্বামীকে আঘাত করলে স্বামী মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। এরপরই থানায় গিয়ে বিষয়টি জানায় স্ত্রী। তবে প্রতিবেশী সূত্রে খবর, এর আগেও মৃত অশোক বিশ্বাস একবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে চলে যায়। তারপর বিজলি বিশ্বাসকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হত স্বামী অশোক বিশ্বাসের। কিন্তু তার পরিণতি এমন হবে সেটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যদিও অভিযুক্ত বিজলি বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বন্ধ ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর পচা গলা দেহ উদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে, বারাসাত পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাকুড়িয়া অঞ্চলে। শুক্রবার বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয় স্বামী রঞ্জন মণ্ডল ও স্ত্রী রানি মণ্ডলের পচা গলা দেহ উদ্ধার করে বারাসাত থানার পুলিশ। পরিবারের লোকের প্রাথমিক অনুমান মেয়ের শোকেই আত্মহত্যা করেছেন এই দু'জন। বাড়ি থেকে তেমনই সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে। সেখানে লেখাছিল আমারা মনুকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। তাই ওর কাছে চলে গেলাম। পাশের পৃষ্ঠায় লেখা, আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের একমাত্র মনু, তার ভালো নাম অনন্যা মণ্ডল। অনন্যা বারাসাত সরকারি কলেজে পড়াশুনা করতো। গত বছর তাদের মেয়ে অনন্যা ২০ জুলাই একইভাবে আত্মহত্যা করেছিল। অনুমান সেই শোক সহ্য না করতে পেরেই এই ঘটনা ঘটায় এই দম্পতি। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকাহত গোটা এলাকা। তবে পুলিশ একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরপাড়ায় পুর উদ্যোগে রাস্তায় অস্থায়ী দোকানে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে শুক্রবার থেকে জিটি রোডের দু' ধারে অবৈধ দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এছাড়াও পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর উত্তরপাড়া শহরের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নামানো হল জেসিবি, ভেঙে দেওয়া হল একাধিক অবৈধ গুমটি। একই ভাবে কি রাস্তার দু'পাশে একাধিক রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসগুলো ভাঙা পড়বে? প্রশ্ন সাধারণ মানুষের। হুগলির উত্তরপাড়ায় দখল হঠাতে নামানো হয় জেসিবি। বালিখাল থেকে রাস্তার ধারে দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকান ভেঙে দেওয়া শুরু হয়। এই নিয়ে কটাক্ষ করেছে সিপিএম এবং বিজেপি। তাদের বক্তব্য, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে ফুটপাথ দখল নিয়ে একমাস সময় দিয়েছেন,সেখানে সেই নির্দেশকে অমান্য করে বর্তমান শাসকদলের পুরপ্রধান এই কাজ করছেন,প্রয়োজন হলে আমরা আন্দোলনে যাব।'

উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, যেখানে যেখানে রাস্তা দখল করে করা হয়েছে সেই সবগুলি বেআইনি সেগুলি ভাঙা হচ্ছে যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল তার সামনে বেআইনি দোকানপাট সব রাস্তা দখল করে যেগুলি আছে সব সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা হচ্ছে। যে জন্য বিশেষ করে রাস্তা খুব জ্যাম হয়। অ্যাম্বুল্যান্স যেতে অসুবিধা হয় এদিকে কিছু বাসিন্দাদের অভিযোগ রোজ দুপুরে উত্তরপাড়ার সিএ মাঠের সামনের রাস্তার দু'পাশ দিয়ে স্কুল বাস স্কুলের গাড়ি টোটো প্রাইভেট গাড়ি একদম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মোড় পর্যন্ত পার্কিং করা থাকে যার ফলে রাস্তায় জ্যাম হয়ে যায় অবিলম্বে সেগুলো সরানোর দাবি জানিয়েছে তারা।

ডেপুটেশন দিল হিন্দ মজদুর সভা সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শুক্রবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রোজেক্টের প্রকল্প আধিকারিক চৈতন্য প্রকাশকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিল হিন্দ মজদুর সভা সংগঠনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জঙ্গলমহলের কনভেনার অজিত প্রসাদ মাহাত, রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রোজেক্টের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট উত্তম দাস, সেক্রেটারী ফটিক মুদি সহ অন্যান্যরা।

অজিত প্রসাদ মাহাত জানান, এদিন হিন্দ মজদুর সভা সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিভিসির আরটিপিএস এর প্রকল্প আধিকারিক চৈতন্য প্রকাশকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের মূল দাবি, ডিভিসির রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রোজেক্টে কর্মরত কোনও শ্রমিককে কোনও অজুহাত দেখিয়ে ছাঁটাই করা যাবে না। মূলত এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা লিখিত ভাবে স্মারকলিপি দিয়ে প্রকল্প আধিকারিককে তাদের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কেন্দ্রের প্রকল্প আধিকারিক চৈতন্য প্রকাশ স্মারকলিপি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সংঘমিত্রা কর্মকার, স্বামী বিশ্বজিৎ কর্মকার এবং শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার পিতা মদন কর্মকার,** নথিভুক্ত দোকান ঠিকানা - ৮ডি, মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন, ৩য় তল, পো. আলিপুর, বিজি প্রেসের নিকট কলকাতা - ৭০০০২৭ এবং ৪ডি, রাখাল দাস আড্ডি রোড কলকাতা - ৭০০০২৭ উভয় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহঋণগ্রহীতাগণের ঠিকানা - ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, ৪র্থ তল, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৩,১৮,৯০৩.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ আঠার হাজার নশো তিন টাকা) টাকা ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ৩০.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৫৩,১৮,৯০৩.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ আঠার হাজার নশো তিন টাকা) টাকা ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে পরিমাণ আনুমানিক ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, (পূর্বতন পরিচিত প্রেমিসেস নং ২/১/১, ব্রিজ রোড), ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ১১-০৮২-১৪-০২০৩-৭, থানা : নিউ আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৭।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২০,পৃষ্ঠা ৬২১০৪ থেকে ৬২১৩১, দলিল নং ১৯০১০১৩৬১ -২০২০ সালের।
সম্পত্তি শ্রীমতি সংঘমিত্রা কর্মকার, স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকারের নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ৪এ রাখাল দাস আড্ডি রোড, দক্ষিণে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ১২সি, রাখাল দাস আড্ডি রোড, পূর্বে : রাখাল দাস আড্ডি রোড, পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সলিল দাস এবং অন্যান্যর ভবন।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৫.০৭.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

মানাকসিয়া লিমিটেড
রেজি. অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ,
ম্যাজেনাইন ফ্লোর, নর্থ-ওয়েস্ট কর্নার, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫, ফ্যাক্স নং: +৯১-৩৩-২২৩০০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ')-তে ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ (''দি রুলস'') এর বিধান অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে।
নিয়ম, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, শেয়ার হস্তান্তরের বিধান রয়েছে যার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ প্রদান করেনি বা দাবি করেনি। নিয়মের অধীনে প্রদত্ত হিসাবে, পৃথক যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হবে। কোম্পানিটি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণও আপলোড করেছে যাদের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবি করা হয়নি এবং যাদের শেয়ারগুলি তার ওয়েবসাইটে https://www.manaksia.com/unclaimed_divided_manaksia.php-এ আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য বকেয়া রয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের দাবি না করা লভ্যাংশের বিশদ বিবরণ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে চিঠি লিখে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লিমিটেড সমর্থনকারী নথি সহ। অনুগ্রহ করে অবগত হন যে লভ্যাংশ দাবি করার শেষ তারিখ হল ৬ অক্টোবর, ২০২৪। যদি এই তারিখের মধ্যে লভ্যাংশ দাবি না করা হয়, কোম্পানি দাবি না করা লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে থাকা শেয়ারগুলি হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসারে, নিম্নরূপ :

- **ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের জন্য :** কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে থাকা মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করবে এবং নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ-এ শেয়ার হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে এবং এই ধরনের ইস্যুতে মূল তাদের নামে নিবন্ধিত শেয়ার সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও অবগত হন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলিকে নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে গণ্য করা হবে।
- **ডিম্যাট আকারে রাখা শেয়ারের জন্য :** কোম্পানি কর্পোরেট অ্যাকশন কার্যকর করার জন্য ডিপোজিটরিদের অবহিত করবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলি ডেবিট করবে এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এই ধরনের শেয়ারগুলি হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(দের) আরও জানানো হয় যে এই ধরনের শেয়ারের উপর উদ্ভূত সমস্ত ভবিষ্যত সুবিধাগুলিও আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
শেয়ারহোল্ডার (গণ) লক্ষ্য করতে পারেন যে তাদের দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে (এই ধরনের শেয়ারের উপর সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে), সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার (গণ) থেকে একই দাবি করার অধিকারী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ই-ফর্ম আইইপিএফ - ৫-এ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে এবং যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত (কোম্পানীর সাথে রেকর্ডকৃত নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) এর একটি প্রকৃত কপি প্রেরণ করে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ই-ফর্ম আইইপিএফ -৫ এ গণনাকৃত প্রয়োজনীয় নথি সহ। ই-ফর্ম আইইপিএফ -৫-এর লিঙ্ক কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.manaksia.com/unclaimed_divided_manaksia.php-এ উপলব্ধ।
যদি শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন থাকে বা বিষয়বস্তুতে কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা -৭০০০০১ টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯/২২৩১ ৬৮৩৯, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮ ৪৭৮৭, ইমেল mdpldc@yahoo.com সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মানকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ জুলাই ২০২৪

GPT
জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড
(CIN - L20103WB1980PLC032872)
রেজিঃ অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক, কলকাতা -৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); টেলিফোন: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
আমাদের দেখুন: www.gptinfra.in, ইমেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ভিসি/ওএভিএম'') এর মাধ্যমে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে এজিএম ডাকার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেন করতে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের (''এমসিএ'') এই বিষয়ে এমসিএ দ্বারা জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে একত্রে পড়ুন (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') এর সর্বশেষ সার্কুলার নম্বরে SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এই বিষয়ে সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলি (''সেবি সার্কুলার'') এবং কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে একসাথে পড়ুন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫, এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য। এজিএমের কার্যক্রম কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিচালিত বলে গণ্য হবে যা এজিএমের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের জন্য এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর সুবিধা প্রদান করবে।
উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি শুধুমাত্র তার সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি শুক্রবার ০৫ জুলাই, ২০২৪ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**-এও পাওয়া যাচ্ছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এ উপলব্ধ।
এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশনা
কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করেছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশের পাশাপাশি সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৬ জুলাই,২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে ২৩ জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার (কাট-অফ তারিখ) নথিভুক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন **https://www.evoting.nsdl.com** অথবা এজিএম-এ অংশগ্রহণ ও ভোটদানের জন্য।
সকল সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ বিষয়সমূহ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
সদস্যরা, যারা নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া পদ্ধতিতে বা **evoting@nsdl.com** বা **gil.cosec@gptgroup.co.in** একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বুধবার, ২৪ জুলাই, ২০২৪ থেকে মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।
শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নম্বর ২৯৪৮) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে। এজিএম-এ ভোটদানের সমাপ্তির পরপরই, ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএমের সময় দেওয়া ভোট এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে দেওয়া ভোট) গণনা করবেন এবং মোট প্রদত্ত ভোটের একটি সমন্বিত স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট জমা দেবেন পক্ষে বা বিপক্ষে, যদি থাকে, চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির কাছে, যিনি পাল্টা স্বাক্ষর করবেন। এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের কাছে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ফলাফলগুলিও এনএসডিএল--এর ওয়েবসাইটে স্থাপন করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি সভার তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) উল্লেখ করতে পারেন এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা evoting@nsdl.com-এর সিনিয়র ম্যানেজার পল্লবী মাত্রেকে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত অরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
(এসিএস : এ৫১৫৯০)

তারিখ: ০৫.০৭.২০২৪
স্থান: কলকাতা

সালিশি সভায় গরহাজিরে মারধর-খুনের হুমকির অভিযোগ, বাড়ি ছাড়ল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলার বিচারের জন্য ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। হাজির না থাকায় বৃদ্ধ দম্পতি ও ছেলেকে ব্যাপক মারধর করার পাশাপাশি খুনেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল নেতার শাগরেদদের বিরুদ্ধে। প্রাণ বাঁচাতে ওই বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁর ছেলে বাধ্য হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার কুবাজপুর গ্রামের। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা।

বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় বৃদ্ধা দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। এমনকি তিনি তাঁদের ওপর হওয়া হামলা ও আক্রমণের সবিস্তার লিখিত ভাবে রাজ্য পুলিশের ডিজি, জেলার পুলিশ সুপার ও জেলাশাসককেও জানিয়েছেন। জেলার পুলিশ সুপার আমন দীপ জানিয়েছেন, অভিযোগের তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, জামালপুর ব্লকের চকদিঘি পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম কুবাজপুর। এই গ্রামেই বাড়ি কৃষিজীবী পরিবারের বৃদ্ধ দম্পতি শেখ বোরহান আলি ও সাহানারা বিবির। তাঁদের সঙ্গেই একই বাড়িতে থাকেন তাঁদের ছেলে শেখ বসির আলি। বৃদ্ধা সাহানারা বিবি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে তাঁর ছেলে বসির আলির সঙ্গে বর্ধমান থানা এলাকা নিবাসী এক তরুণীর বিয়ে হয়। কিন্তু ছেলের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। বউমা তাঁর বাবার বাড়িতে চলে যায়। পরে বউমা বধূ নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করে। ওই মামলায় বর্ধমান সিজেএম আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে। এরপর বউমা খোরপোশের মামলা করে। সেই মামলা এখন বর্ধমান আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

সাহানারা বিবির অভিযোগ, আদালতে বিচারাধীন ওই মামলার বিচার এখন আদালতকে টপকে করতে চাইছেন তাঁদের এলাকার তৃণমূলের নেতা। সেই কথা জানাতে গত ১৩ জুন তাঁদের বাড়িতে আসে চকদিঘি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আজাদ রহমানের শাগরেদরা। তারা জানিয়ে যায়, 'আমাদের বউমার করা মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আজাদ রহমান চকদিঘি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে বিচারসভা ডেকেছে। ১৪ জুন সেই বিচার সভায় তাদের পরিবারের সবাইকে হাজির থাকতে হবে।' আজাদ রহমানের শাগরেদরা ওই দিন এও জানিয়ে যায়, 'আমরা যদি আজাদ রহমানের বিচার সভায় হাজির না হই, তা হলে তারা আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেবে। এমনকি আমাদের প্রাণে মেরে দেওয়া হবে বলেও তাঁরা হুমকি দিয়ে যায়।'

হুমকি পাওয়ার পর ওই দিন রাতেই বৃদ্ধা সাহানারা বিবির ছেলে শেখ বসির আলি জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানান। সাহানারা বিবির দাবি, জীবনহানির শঙ্কায় তাঁরা কেউ ১৪ জুন চকদিঘির তৃণমূল পার্টি অফিসে আজাদ রহমানের বিচার সভায় যাননি। তার কারণে ওইদিন রাতেই লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয় আজাদ রহমানের ১২ জন শাগরেদ সহ আরও অনেকে। তারা বলতে থাকে, 'আমরা শাসকের শাসন করতে এসেছি।' এটুকু কথা বলেই তাঁর ছেলে বসির আলিকে ব্যাপক মারধর শুরু করে দেয় আজাদের শাগরেদরা। তারা বসিরকে প্রাণে মেরে দিতে বসিরের গলায় পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমনটা দেখে তিনি ও তাঁর স্বামী তাঁদের ছেলেকে বাঁচাতে যান। তখন ন তাঁদেরও মারধর করা হয়। আজাদ রহমানের শাগরেদরা তাঁর শ্লীলতাহানি করা শুরু করলে তিনি ও তাঁর স্বামী চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন।

সাহানারা বিবির করা অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় কোন ব্যক্তি জামালপুর থানায় ফোন করে দেন। সেই ফোন পেয়ে পুলিশ তাঁদের বাড়িতে পৌঁছয়। পুলিশ তাঁদেরকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে চিকিৎসকরা মারধরে জখম বসিরকে বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বসির ওই দিনের হামলা মারধরের ঘটনার সবিস্তার ফের জামালপুর থানায় গিয়ে জানান। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় আজাদের ওই শাগরেদরা আজও বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘর বাড়ি, ফসল ফলে থাকা চাষের জমি, গবাদি পশু সব ফেলে রেখে তাঁদের বাড়িছাড়া হতে হয়েছে বলে সাহানারা বিবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে তাঁদের আর বাড়ি ফেরা হবে না।

বৃদ্ধার ছেলে বসির আলি জানিয়েছেন, ভবঘুরে হয়ে অর্ধাহারে অনাহারে এখন তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। এই কারণে তাঁর বৃদ্ধ বাবা বোরহান আলি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মায়েরও শরীর ভালো যাচ্ছে না। তাঁদের চাষের জমির ফসল এখন জমিতে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। এই ভাবে চলতে থাকলে তাঁদের স্বপরিবার 'আত্মহত্যা' করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

এদিকে বৃদ্ধার আনা অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই চকদিঘি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আজাদ রহমান সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বসির আলির পরিবারকে আমি চিনি। তাদের যে মামলার বিচার আদালতে চলছে তার বিচারের জন্য আমি কোনও বিচারসভা বা সালিশি সভা ডাকিনি। তবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি বসিরের পরিবারের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা গ্রাম্য বিবাদ জনিত ঘটনা। মিথ্যা করে ওই ঘটনার সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হয়েছে।'

জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। আমি খোঁজখবর নেব। অভিযোগ সত্য হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও সিপিএমের মহিলা সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী ভারতী ঘোষাল দাবি করেন, কুবাজপুরের বৃদ্ধা সাহানারা বিবি যে অভিযোগ এনেছেন তা সত্যি মারাত্মক। ওই বৃদ্ধার আনা অভিযোগই প্রমাণ করে দিচ্ছে বাংলায় এখন আর আইনের শাসন নেই। চোপড়া থেকে শুরু করে কুবাজপুর, সব জায়গার ছবিটা এখন একই। তৃণমূল নেতারাই এখন আইন, তৃণমূলের নেতারাই এখন আদালত হয়ে গিয়েছে। এ সবের জন্যই আজকের পশ্চিমবঙ্গ মহিলাদের কাছে 'আতঙ্কের রাজ্য' হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সাহানারা বিবির পরিবারের পাশে দাঁড়াবে বলে ভারতী ঘোষাল জানিয়েছেন।

একই ভাবে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র। তিনি দাবি করেন, জামালপুরের কুবাজপুরে বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁর ছেলের ওপর বর্বরোচিত হামলা, আক্রমণ ও হুমকির ঘটনাই প্রমাণ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এখন আর আইনের শাসন নেই। এখন বঙ্গে তৃণমূলি তালিবানি শাসন চলছে।

রথযাত্রা কমিটিগুলোকে নিয়ে বৈঠক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার সমস্ত রথযাত্রা কমিটিগুলোকে নিয়ে শুক্রবার কাঁকসা থানায় বৈঠক করলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল ও কাঁকসা থানার আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির দুই সদস্য নবকুমার সামন্ত, দেবদাস বক্সি, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব বন্দোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

পল্লব বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আসন্ন রথযাত্রা যাতে এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়। তার জন্য প্রশাসনের যে গাইডলাইন আছে তা সমস্ত কমিটিকে জানানো হয়। একই সঙ্গে যে সমস্ত এলাকায় রথ টানা হয়। সেই সমস্ত এলাকায় যানজট এড়াতে কোন কোন পথ বন্ধ রাখা হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দীর্ঘদিন ভগ্নদশা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার চলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের খান্দরা এলাকার ডাঙালপাড়ায় ১০৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশা রয়েছে বলে অভিযোগ। দাবি, নেই নির্দিষ্ট কোনও ক্লাসরুম, নেই স্কুলের শিশুদের মিড ডে মিল ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য রান্না করার জায়গাও। শুধু ভগবানের ভরসায় চলছে এই শিশু শিক্ষক কেন্দ্রটি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে পঞ্চায়েতে থেকে বিডিও, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

উল্লেখ্য, খান্দরার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির পাশে রয়েছে স্থানীয় ক্লাবঘর, সেটারও মাথার ওপর ছাদ নেই। সেই ঘরেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একই সঙ্গে চলছে শিশুদের পড়াশোনা ও চলছে মিড ডে মিলের রান্নাবান্না। ঘরের দেওয়াল এতটাই খারাপ যে কোনও সময় পড়ে গিয়ে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে। আর বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে এক হাঁটু জল হয়ে যায় এমনটাই, বৃষ্টি হলেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসে না ছাত্রছাত্রীরা। গঙ্গা বাউড়ি নামে এক অভিভাবক জানান, যেভাবে স্কুলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বসিয়ে রাখা হয় পড়াশোনার জন্য পাশেই হয় রান্নাবান্নার কাজ। ঘর ভরে যায় ধোঁয়ায়। নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। তার ওপর ভরসা হলে তো কথাই নেই ঘরের মধ্যে জল ভরে যায় ছাত্রছাত্রীদের বসবার জায়গা থাকে না। ওদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো বাড়ির কাঁচা দেওয়াল যেকোনো সময় পড়ে গিয়ে ঘটতে পারে বিপদ। তিনি জানান প্রশাসনের বিভিন্ন বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই দাবি, সুস্থ ও সুস্থ পরিবেশে তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসুক বিপদ মুক্তভাবে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী কনিকা বাদ্যকর জানান, বারবার তাদের বিভিন্ন দপ্তরে তিনি জানিয়েছেন এই কেন্দ্রটির মেরামতের জন্য কিন্তু উপায় হয়নি কিছুই। তবুও বাধ্য হয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই ঘরেই তাদের রান্নাবান্না ও ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার কাজ করতে হচ্ছে। যদিও বর্ষা হলে এই ছেলেমেয়েরা আসে না কারণ স্কুল ঘর ভরে যায় জলে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রী শুভ্রাংশু বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত অমলাংশু বিশ্বাস, ৫৫/১ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২১২৪, পব (ঠিকানা), **শ্রীমতি সঙ্গীতা কর্মকার বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী শুভ্রাংশু বিশ্বাস ৫৫/১ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২১২৪, পব। **শাখা :** চুঁচুড়া পিপুলপাতি।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ২৯১৬, এলআর দাগ নং ৪১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৬৫১১, মৌজা : ভদ্রেশ্বর, হোল্ডিং নং ৫৫/১, পোদ্দার বাগান, পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর , জেলা : হুগলি, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২৫০৩-২০০৯ তারিখ ১৫.১০.২০০৯, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১৪৮১ থেকে ১৪৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, সম্পত্তি শুভ্রাংশু বিশ্বাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** রাম চন্দ্রর সম্পত্তি, **পূর্বে :** রবীন দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** অমর কুমার দাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**৩০,৮৩,৯৬৮.০০ টাকা (তিরিশ লাখ তিরাশি হাজার নশো আটষট্টি টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৫.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৯,০০,০০০ টাকা** (উনিশ লাখ টাকা) খ) **১,৯০,০০০ টাকা** (এক লাখ নব্বই হাজার টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50438390921** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
২	**মেসার্স কমলা জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী প্রয়াত প্রদীপ আদক,** পিতা প্রয়াত নিতাই আদক, গ্রাম এবং পো : জেজুর, থানা : হরিপাল, জেলা: হুগলি, পিন : ৭১২৪০৫, পব এবং **শ্রীমতি রাখী আদক (জামিনদাতা),** গ্রাম এবং পো : জেজুর, থানা : হরিপাল, জেলা: হুগলি, পিন : ৭১২৪০৫, পব । **শাখা :** জেজুর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ২ শতক কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ৮৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৬, এলআর দাগ নং ৬৯৩, মৌজা : জেজুর, থানা : হরিপাল, জেলা : হুগলি, জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৬৮৫-২০০৮ সালের তারিখ ১৯.০৮.২০০৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ৫১ থেকে ৬২, এডিএসআরও -হরিপাল, সম্পত্তি প্রয়াত প্রদীপ আদকের নামে।	**১৫,২৫,৬৭০.০০ টাকা (পনের লাখ পঁচিশ হাজার ছশো সত্তর টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৩,৭০,০০০ টাকা** (তেরো লাখ সত্তর হাজার টাকা) খ) **১,৩৭,০০০ টাকা** (এক লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB21652164438** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.০৭.২০২৪ থেকে ২৩.০৭.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম -
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৬.০৭.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক pnb punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার
সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে নিম্নে সারণিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১	ক) মূল শাখা : পশ্চিম পুঁটিয়ারি (০৮৬৩২০) খ) মেসার্স বি ডি মার্কেটিং স্বত্বা - শ্রী বিশ্বজিৎ দাস গ) জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : শ্রীমতি ললিতা রানী দাস উভয়ের ঠিকানা : ই১-৮৮/১১০, চণ্ডীতলা রোড - ৩ সারেঙ্গাবাদ দক্ষিণ, চণ্ডীতলা, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং : ০৮৬৩২৫০০০৭৮৯৪ সম্পত্তির আইডি : PUNBBDMARKETING	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বসবাসের জমি ০৭ শতক বা ৪ কাঠা ৩ ছটাক ৩৪ বর্গফুট ৫২৩ বর্গফুটের কম (পুকুরের জন্য) নিট জমির এরিয়া ৩.৫০৮৩ কাঠা বা ২৫২৬ বর্গফুট তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন একতলা এরিয়া ১১৪৯.০ বর্গফুট এবং দোতলা এরিয়া ১২৩৭.০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : সারেঙ্গাবাদ, জেএল ৪৭, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ১৩৮(৭১০)। অংশ এলআর /আরএস দাগ নং ৬৪২/৮৮০, তৌজি নং ১৩৪, আরএস নং ৫৬০, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, হোল্ডিং নং ই১-৮৮/১১০, চণ্ডীতলা রোড-৩, সারেঙ্গাবাদ দক্ষিণ চণ্ডীতলা, পো এবং থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, স্বত্বাধিকারী জামিনদাতা শ্রীমতি ললিতা রানি দাস, বিক্রয় দলিল নং ২২৭২-১৯৮৮ অনুযায়ী, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৭, পৃষ্ঠা ২৭১-২৮৪। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৬০২৩, দ্রাঘিমা : ৮৮.২০৬১৯৮ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ১৭.০৭.২০২৩ খ) ৫৪,০০,৮৭০.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ১০.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : প্রসেনজিৎ চৌধুরী ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ২৯.৪৭ লাখ টাকা খ) ২.৯৫ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
২	ক) মূল শাখা : জেমস লং সরণি (১৩৯৩২০) খ) সংগীতা চক্রবর্তী গ) সংগীতা চক্রবর্তীর আইনি উত্তরাধিকারী : ১. তপব্রত চক্রবর্তী (স্বামী) ২. ঈশানি চক্রবর্তী (কন্যা) ৩. দেবরূপ চক্রবর্তী (পুত্র) এল৪৪/১, এস এস টাউনশিপ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১ এ/সি নং - ১৩৯৩৩০০৫১১৫৬২ সম্পত্তির আইডি : PUNBSANGEETACH	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১, পরিমাণ ৬৬০ বর্গফুট একতলায় একটি তিনতলা ভবন 'ওম শিব অ্যাপার্টমেন্ট' নামে অবস্থিত মৌজা : মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৮৩, তৌজি নং ৪১১, পরগনা : মাগুরা,সিএস এবং আরএস দাগ নং ৩৮৮ এবং ৩৮৯, সিএস খতিয়ান নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ২৬২,প্রেমিসেস নং ১৫৯, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০০৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বিক্রয় দলিল নং ১-০২০২৬ -২০১৫ সালের। সম্পত্তি প্রয়াত সঙ্গীতা চক্রবর্তীর নামে। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৩০৬, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩১৫০২২ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ২৬.১০.২০২৩ খ) ১৮,৬৩,৩৬৪.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ১০.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : সায়ন সরকার ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ১৭.০২ লাখ টাকা খ) ১.৭১ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৩	ক) মূল শাখা : জেমস লং সরণি (১৩৯৩২০) খ) সজল দত্ত এবং বৈশাখী দত্ত ১/১, কৈলাশ ঘোষ রোড, হাউস নং ৩৪, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ এ/সি নং - ১৩৯৩৩০৬৩২১৩১২ এবং ১৩৯৩৩০০৫২০০২২ সম্পত্তির আইডি : PUNBSAJALDUTTA	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ১ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬ পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩য়তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২১২এ, ভুবন মোহন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮ এবং মৌজা : পূর্ব বড়িশা, তৌজি ২৩৬, জেএল নং ২৩,আরএস খতিয়ান নং ১৪১৭, এলআর খতিয়ান নং ২৫২৫, দাগ নং ৬৫৮, থানা : হরিদেবপুর, বিক্রয় দলিল নং ০৭৩৩৭/১৬-২০১৬ সালের। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সজল দত্ত এবং শ্রীমতি বৈশাখী দত্ত। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৭৯১৫৫, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩১৮৭৩৪ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ০৫.০১.২০২৪ খ) ২০,৭২,৮২৯.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ১৩.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : সায়ন সরকার ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ১৯.১৮ লাখ টাকা খ) ১.৯২ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৪	ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল স্বত্বা - শ্রী সন্দীপ গিরি ১৪/সি রায়পুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৯২, পশ্চিমবঙ্গ গ) জামিনদাতা : ড. সুমিত্রা গিরি স্বামী শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি ১১৪/সি রায়পুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৯২, পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং - ০১৪৩২৫০০১১২৫৫, ০১৪৩৩০০০৪২৯৩৬ এবং ০১৪৩৩০০০৪২৯৪৫ সম্পত্তির আইডি : PUNBSUMITRATEX	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সমুদয় ২য়তলা পরিমাণ কমবেশি ৮৪০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক টয়লেট, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ দাগ নং ৮৩, খতিয়ান নং ৩১০, মৌজা : রায়পুর,জেএল নং ৩৩,থানা : যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এসআরও - আলিপুর, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ১৪, রায়পুর রোড, কলকাতা : ৭০০০৯২। দলিল নং ৩৫৪২ -২০১৩ সালের। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ডা. সুমিত্রা গিরি, স্বামী শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৪৭০৫, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৬৪৯৬ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ০৭.০৯.২০২১ খ) ৬৭,৯২,০৫৩.৪১ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৬.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম নির্দেশ গৃহীত) ব্যবস্থাপক অফিসার : প্রণয় কুমার ৯৮৭১৪ ৫৪৩৭৫	ক) ২২.৬৮ লাখ টাকা খ) ২.২৭ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৫	মূল শাখা : টালিগঞ্জ পিএনবি (০০৮৪০০) খ) মুকুল বরাট এবং মৌমিতা বরাট নিশিথপুর, বাগমারা, পো. সিজুয়া, জেলা - ধানবাদ ঝাড়খন্ড, পিন - ৮২৮১২১/ এ/সি নং - ০১০৯৩০০৫০০০৬৩ সম্পত্তির আইডি : PUNBMUKULBARAT	ফ্ল্যাট নং ৪বি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট ৫মতলে পরিচিত 'হ্যাপি হোম' ভবনে, অবস্থিত দক্ষিণ দিকে জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ৩৩৩, ওয়ার্ড নং ১১১, মৌজা : ব্রহ্মপুর, বর্তমান খতিয়ান নং ১০৮৮, জেএল নং ৪৮, দাগ নং ১৯৯, থানা : রিজেন্ট পার্ক, নাথ পাড়া ব্রহ্মপুর, কলকাতা : ৭০০০৯৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ফ্ল্যাটের স্বত্বাধিকারী মুকুল বরাট পিতা গোকুল বরাট, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০১৯৫৫-২০১৫ সালের। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৪৭০৫, লঘিমা : ৮৮.৩৬৪৯৬ (গুগল মানচিত্র)। অবস্থান চিহ্ন : ব্রহ্মপুর পো এবং নাথপাড়া ক্লাব।	ক) ২৯.০৯.২০২৩ খ) ৩৬,২৭,৬৭৩.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ২৯.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : সুবীর পাল ৭০০৩৭ ০৯৭১৫	ক) ২১.১০ লাখ টাকা খ) ২.১১ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৬	ক) মূল শাখা : একডালিয়া (০৩৬৬২০) খ) রূপালী হালদার এবং বাসুদেব হালদার (প্রয়াত) (প্রয়াত বাসুদেব হালদারের আইনি উত্তরাধিকারীগণ) ১. শ্রী অরিন্দম হালদার ২. শ্রী অরুনিমা হালদার, ৭৫এ, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা : ৭০০০২৯। এ/সি নং ০৩৬৬৩০০০১৩৩১৪ সম্পত্তির আইডি : PUNBRUPALIHAL	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য়তলে মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ ডব্লুসি, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৪৭ বর্গফুট এবং একটি ঢাকা গ্যারাজ সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত ঢাকা এরিয়া ১৩৭ বর্গফুট একতলায় এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির (০১ কাঠা ১৩ ছটাক ২৭ বর্গফুট) অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৫এ,কাঁকুলিয়া রোড, অ্যাসেসি নং ১১-০৯০-১৭-০০৮৪-৯, কলকাতা : ৭০০০২৯, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী রূপালী হালদার এবং প্রয়াত বাসুদেব হালদার। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৫১৭০৮২, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৭০৪১১ (গুগল মানচিত্র)। অবস্থান চিহ্নিত : বালিগঞ্জ স্টেশন রোড ক্রসিং।	ক) ২৭.০৯.২০২৩ খ) ৩২,০৪,৯৬৬.৬৪ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৪.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : সুবীর পাল ৭০০৩৭ ০৯৭১৫	ক) ৫২.৫৬ লাখ টাকা খ) ৫.২৬ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৭	ক) মূল শাখা : বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি (১০০৩২০) খ) শ্রী পলাশ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি কাকলি বিশ্বাস নীর অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য়তল, এ/১৫৫ রবীন্দ্রপল্লি, কলকাতা : ৭০০০৮৬। এ/সি নং ১০০৩৩০০০১৬৮৭০ সম্পত্তির আইডি : PUNBPALASHBIS	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২-এ, ৩য়তলে, পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক অবস্থিত মৌজা : পাটুলি, জেএল নং ২৯, ই/পি নং ২০১, আরএস প্লট নং ১৩০(অংশ), ওয়ার্ড নং ১০১ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, প্রেমিসেস নং ২৬৯, রবীন্দ্রপল্লি, ব্লক -এ,(ডাক ঠিকানা : এ/১৫৫ রবীন্দ্রপল্লি), থানা : পাটুলি, পো : বাঘাযতীন, কলকাতা : ৭০০০৮৬। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী পলাশ বিশ্বাস এবং কাকলি বিশ্বাস। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৬০২৩, লঘিমা : ৮৮.২০৬১৯৮ (গুগল মানচিত্র)। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৭৭৬৯৩, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৮৭৮৩৪৫ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ০১.০২.২০২২ খ) ২২,৭২,৭৮৫.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ১০.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : সুবীর পাল ৭০০৩৭ ০৯৭১৫	ক) ২৩.৯৫ লাখ টাকা খ) ২.৪০ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৮	ক) মূল শাখা : ঢাকুরিয়া (০০৮৯২০) খ) মেসার্স সাঁঝরূপ, স্বত্বা : শ্রী অরূপ সরকার, ৮৮এ, লেক ভিউ রোড,কলকাতা : ৭০০০২৯। গ) জামিনদাতা : শ্রী অসীম কুমার সরকার এবং শ্রীমতি বাণী সরকার, এ-১৪, ৪র্থতল, কৃষ্ণকুঞ্জ হাউসিং এস্টেট, নারায়ণপুর, রাজারহাট গোপালপুর,কলকাতা : ৭০০১৩৬। এ/সি নং ০০৮৯২৫০০১৩৩৬৯ সম্পত্তির আইডি : PUNBSANJHRUP	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-৪ একতলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, এ টাইপ ভবন পরিমাণ ১০৬০ বর্গফুট , তিন বেড রুম, দুই বাথ রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ বারান্দা, এক কিচেন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি হাউসিং কমপ্লেক্স কৃষ্ণকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট প্রেমিসেস নং বি/৪ বেরাবাড়ি, ঘোষ পাড়া,নারায়ণপুর হোল্ডিং নং আরজিএম ৪/৯৫, বিএল-এফ, মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ০২, আরএস-১৬০ আরএস দাগ ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫ এবং ১২৩৮, খতিয়ান ১৫, ১১৪৮, ৬২০ এবং ১৪১৮ বিধাননগর পুরসভা ওয়ার্ড নং ০৫, থানা : নারায়ণপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পব। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অসীম কুমার সরকার এবং শ্রীমতি বাণী সরকার। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৬৪৫৫৮৯, দ্রাঘিমা : ৮৮.৪৬৫৭৬৭ (গুগল মানচিত্র)।	ক) ০৬.১০.২০২২ খ) ২৮,৩৪,৪৭৩.৯৫ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৩.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে) ব্যবস্থাপক অফিসার : প্রসেনজিৎ চৌধুরী ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ২৩.৩৮ লাখ টাকা খ) ২.৩৪ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৯	ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স মায়া জুয়েলারি প্যালেস, স্বত্বা : শ্রী আশিস বিশ্বাস, গ) শ্রীমতি মায়া বিশ্বাস (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী অশোক বিশ্বাস, গ্রাম : পূর্ব হোটর, পো : হোটর, থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৬১০। এ/সি নং : ০১৪৩২৫০০১২০৮৭ সম্পত্তির আইডি : PUNBMAYAJEWELLER	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : হোটর, জেএল নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৩০৫, আরএস দাগ নং ২৩৫২, থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোটর মারজাদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি মায়া বিশ্বাস স্বামী অশোক বিশ্বাস। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৩০৪৭৩, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৯৯৪৮ (গুগল মানচিত্র)। অবস্থানচিহ্ন : হোটর রেলওয়ে স্টেশন।	ক) ২১.০১.২০২১ খ) ৩৬,২৬,৬০৬.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ ০১.০৪.২০২০ থেকে কার্যকর মতে গ) ১৫.০৭.২০২১ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত (ডিএম নির্দেশ গৃহীত) ব্যবস্থাপক অফিসার : প্রসেনজিৎ চৌধুরী ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ৩০.৬৯ লাখ টাকা খ) ৩.০৭ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
১০	মূল শাখা : নিউ আলিপুর (০০৮৬০০) খ) মেসার্স দত্ত সেলস, স্বত্বা : সব্যসাচী দত্ত, সহ-ঋণগ্রহীতা : রূপা দত্ত, গ) শ্রীমতি পূরবী দত্ত (জামিনদাতা) ৬৯/১/৩/১১৭,রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৭। এ/সি নং ০০৮৬০০৯০০০০০০৬২ এবং অন্যান্য, সম্পত্তির আইডি : PUNBDUTTASALES	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি সুপার নির্মাণ এরিয়া ১২৬০ বর্গফুট দোতলায় তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন,দুই বাথরুম, এবং তিন বারান্দা, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬৯/১/৩/১১৭,রাজা এস সি মল্লিক রোড,থানা: নেতাজি নগর,নাকতলা (পূর্বতন যাদবপুর, পাটুলি), কলকাতা ৭০০০৪৭। সম্পত্তি অবস্থিত জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট ইপি নং ১০৮,এসপি নং ৪২৪, জেএল নং ৩৩,মৌজা : রাইপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, অ্যাসেসি নং ২১-০৯৯-০৫-১৫৫৭-৮। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সব্যসাচী দত্ত, দান দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আলিপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৫,পৃষ্ঠা ২৮৭৩২ থেকে ২৮৭৪৯, দলিল নং ১৬০৫০৫১৩৫। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৭৮৯২, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৭২১৪ (গুগল মানচিত্র)। অবস্থানচিহ্ন : ৪ নং বাইএমসিএ মিলনী ক্লাব।	ক) ১৮.০১.২০২৪ খ) ৫৭,৮৮,৫১৮.৬৮ টাকা পরবর্তী সুদ সহ ০১.০৪.২০২০ থেকে কার্যকর মতে গ) ১৭.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকা দখলীকৃত ব্যবস্থাপক অফিসার : সুশান্ত রঞ্জন ৬২৯১৮ ৪৭০৫৩	ক) ২৭.০০ লাখ টাকা খ) ২.৭০ লাখ টাকা (১২.০৮.২০২৪) গ) ০.২৫ লাখ টাকা ঘ) ১৩.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'**।
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ১৩.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা যাবে ০৭.০৭.২০২৪, ২০.০৭.২০২৪, ২১.০৭.২০২৪, ১০.০৮.২০২৪ **এবং** ১১.০৮.২০২৪ তারিখ ব্যবস্থাপক অফিসারের আগাম অনুমতি সাপেক্ষে।
৫. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ :০৫.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার (০৩৩-৪০২৭ ৭২১৪/৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

উখড়ায় রাস্তা জরিপে চক্ষু চড়কগাছ! ৬০ ফুটের রাস্তা দাঁড়িয়েছে ১৫-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই শুক্রবার অণ্ডালের উখড়া বাজারে রাস্তা দখলমুক্ত করতে জমি জরিপের কাজ শুরু করল উখড়া পঞ্চায়েত। শুক্রবার পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, চেম্বার অব কমার্স ও পুলিশের উপস্থিতিতে চলে রাস্তা জরিপের কাজ।

শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বাজারের রাস্তা জরিপের কাজ। রাস্তা দখল করে অবৈধ নির্মাণগুলি চিহ্নিত করা হল এদিন। জরিপের কাজ শেষ হলে অবৈধ দখলদারদের নোটিশ করে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানান উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, উপপ্রধান শরণ সাইগল ও তৃণমূল নেতা রাজু মুখোপাধ্যায়রা। তাঁরা জানান, উখড়া বাজারের এনএসবি রোডের নেতাজি স্ট্যাচু থেকে সিনেমা হল মোড় পর্যন্ত সরকারি দস্তাবেজে রাস্তাটি হচ্ছে কোথাও ৫৫, কোথাও ৬০ ফুটের। অবৈধ নির্মাণ আর দখলদারির ফলে বর্তমানে সেই রাস্তা কমে কোথাও ১৮ ফুট, কোথাও ১৫ ফুটে এসে ঠেকেছে। রাস্তা দ্রুত দখলমুক্ত করা হবে বলে জানান তাঁরা।

উখড়া বাজারের রাস্তার ওপর বসে ফলের ব্যবসা করা অজিত মুদি জানান, পঞ্চায়েতের এই এই উদ্যোগকে তিনি সমর্থন করেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, রাস্তা সম্প্রসারণ হলে তাঁদের দোকানের অনেক অংশ ভাঙা যাবে তাতে অসুবিধা তো হবেই। চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি মনোজ সরাফ জানান, পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগের উখড়া চেম্বার অফ কমার্স তাদের পাশে আছে। এই দিনের এই রাস্তার জরিপ করার সময় দেখা গেল উখড়া এনএসবি রোডের বেশিরভাগ বড় বড় দোকান ও ছোটখাটো দোকানও ঢুকে আছে রাস্তায়। এখন দেখার বিষয় পঞ্চায়েত রাস্তা জরিপ করে মার্কিং করে থেমে থাকে নাকি সরকারি রাস্তা দখল করে থাকা দোকানদারদের প্রথমে সাবধান করে পরে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করে!

সরকারি অফিসে বিডিওর আইবুড়ো ভাত! বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক্স হ্যান্ডেলে এক বিডিওকে তাঁরই অফিসের টেবিলে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর ভিডিও পোস্ট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। যাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

জানা গিয়েছে, সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রজনিশ কুমার যাদব। সেই আনন্দে বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ঘরে ঘটা করে হল বিডিও রজনীশ কুমার যাদবের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের সংবিধানের রচয়িতা বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছবির সামনে হয় সেই অনুষ্ঠান। যার সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের (বিডিএ) চেয়ারম্যান তথা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি তা গুপ্ত। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্য কর্মাধ্যক্ষরা। তবে এই ছবি যাঁরা সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন তাঁরা অনুষ্ঠানটিকে ভিডিও সাহেবের আইবুড়ো ভাত বলে সম্মোধন করে বিষয়টিকে হাসির খোরাক বানিয়ে দিয়েছেন।

রীতিমতো কাঁসার থালা ও বাটিতে হরেক রকম রান্না করা খাবার টেবিলে সাজিয়ে তার সামনে চেয়ারে বসানো হয় গলায় মালা পরিহিত বিডিও রজনীশ যাদবকে। তারপর শুরু হয় শাঁখ বাজানো। তৃণমূল নেত্রী কাকলীদেবী বিডিও সাহেবের কপালে পরিয়ে দেন চন্দনের ফোঁটা। দুর্বা ঘাস মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে বিডিওকে আশীর্বাদও করতে দেখা যায় কাকলিদেবীকে। সৌজন্য দেখিয়ে বিডিও সাহেবও রীতিমতো কাকলীদেবীর পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করেন। বিডিও সাহেবের এমন আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানই এখন রাজনৈতিক মহলেও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এ নিয়ে সমাজ মাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন। যদিও বিডিএ চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্তের স্নেহময়তা এবং ব্লকের দাপুটে তৃণমূল যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্যের পৌরহিত্যে হওয়া বিডিও সাহেবের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান ব্লকেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। এর মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে সবথেকে বেশি চর্চা চলছে তা হল, কাকলিদেবীর পা ছুঁয়ে বিডিও সাহেবের প্রণাম করা। তবে এমন নিদর্শন পূর্বেও এই পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষ দেখেছে।

কোভিডকালে ২০২১ সালের ১৭ জুন জেলার গুসকরার কৃষি মাণ্ডিতে হওয়া একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন তৎকালীন

আউশগ্রামের বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। এ নিয়ে কম সমালোচনার ঝড় বয়নি। সেই সমালোচনার তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রজনীশ কুমার যাদব। তবে তিনি অবশ্য এসবকে পরোয়া করতে নারাজ। তবে বিডিওর আইবুড়ো ভাত অনুষ্ঠানকে 'ভিডিও-র আইবুড়ো ভাত' আখ্যা দেওয়ার বিষয়টিকে নজিরবিহীন বলে দাবি করেছেন বিরোধীরা।

এদিকে এমন অনুষ্ঠান নিয়ে সমালোচনার ঝড় বওয়া শুরু হতেই বিডিও রজনীশ কুমার যাদব বলেন, অনুষ্ঠানটি সরকারী জায়গায় হয়নি। আর তৃণমূল নেত্রী কাকলি তা গুপ্তের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা প্রসঙ্গে বিডিওর ব্যাখ্যা, 'উনি (কাকলিদেবী) মায়ের মতো। উনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন। আমার পারিবারিক শিক্ষা আছে মাতৃতুল্য কাউকে পায়ে হাত ছুঁয়েই প্রণাম করতে হয়। সেটাই আমি করেছি।' যদিও কাকলি তা গুপ্ত পরিষ্কার জানান,সরকারি জায়গাতেই হয়েছে বিডিও'র আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান। আর এনিয়ে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, সরকারি আধিকারিকরা যে দলদাসে পরিণত হয়েছে, এটা তারই একটা জলন্ত উদাহরণ।

রাজনৈতিক মহলের অনেকেই বলছেন সরকারি অসিসে আইবুড়ো ভাতের আয়োজন করাটা এখন একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তাঁদের দাবি, সরকারি অফিসে এই প্রথম কোনও বিডিওর আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান হল এমনটা নয়। এর আগে ২০২২ সালের ২৪ জুন পূর্ব বর্ধমানের জালালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে হয়েছিল উপপ্রধান শেখ সাহাবুদ্দিন মণ্ডলের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান। শাসকদলের সকল পঞ্চায়েত সদস্যরা ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের আয়োজক। উপপ্রধানের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানেও সেই সময় ছিল এলাহি আয়োজন। সরকারি কাজের দিনে সানাইয়ের সুর, শঙ্খ, উলু ধ্বনি সবই বেজেছিল পঞ্চায়েতের অফিসে। তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার হল বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের সরকারি প্রতিষ্ঠানে।

নেতাজির একনিষ্ঠ অনুগামীর প্রতিষ্ঠা করা স্কুলে বসল নেতাজির মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতমাতার বীরসন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একনিষ্ঠ অনুগামী রাধাকৃষ্ণ পালের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে বসল নেতাজির আবক্ষ মূর্তি। কিন্তু স্বাধীনতার এতদিন পর কেন? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এই নিয়ে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই দাবি পূরণ হল স্কুলেরই এক শিক্ষকের হাত ধরে। আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বেঙ্গাই হাইস্কুলে এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মূর্তি উন্মোচন করা হয়। আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষিণী ই মূর্তি উন্মোচন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালে এই বেঙ্গাই হাইস্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তবে এই নিয়ে বিতর্ক আছে বলে মনে করে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি পাল। তিনি বলেন, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন রাধাকৃষ্ণ পাল। তবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কিনা জানা নেই। স্কুলের কাছে কোনও নথি নেই। তবে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রাধাকৃষ্ণ পালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে এদিন আরামবাগ মহকুমা শাসক নেতাজি মূর্তি উন্মোচন করেন। জানা গিয়েছে, স্কুলের শিক্ষক প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি সদ্য স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন। তার স্বপ্ন ছিল অবসরের আগে নেতাজির একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা। এদিন প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি পাল, গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিশু প্রসাদ মালিক এবং বিশিষ্টজনেরা। এ বিষয়ে মহকুমা শাসক সুভাষিণী ই বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমি খুবই গর্বিত এবং আনন্দিত, এই স্কুল নিয়ে নেতাজি ভেবেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ গাঙ্গুলি বলেন, এটা বেঙ্গাই হাইস্কুলের উদ্যোগে হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধাকৃষ্ণ পালকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের বেঙ্গাই হাইস্কুল নিয়ে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। সেই জন্য এই স্কুলে নেতাজির মূর্তি বসানোর স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। সেই স্বপ্ন পূরণ হল। আমি ১৯৯৪ সালে এই স্কুলে জয়েন করি। সেই সময় থেকেই স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছি।

মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রায় সিসি ক্যামেরা ও ড্রোনের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা ও গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে প্রশাসন। এই রথযাত্রা উপলক্ষে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে দুই জায়গাতেই সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এছাড়াও ড্রোনের সাহায্যে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে জানা গেল প্রশাসন সূত্রে। নিরাপত্তার কথা ভেবে ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসক বৈঠক করেছেন এবার মাহেশের রাথযাত্রা ভোরবেলার দিকে হয়েছে সেই নিয়ম মেনে রথযাত্রা দুপুর ১২টার আশপাশে রশিতে টান পড়বে বলে জানা গিয়েছে। থাকছে বজ্র আঁটুনি নিরাপত্তা। মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানিয়েছেন, 'এবার রথযাত্রা তিথি অনুযায়ী মাত্রা নিয়ম মেনে স্নানযাত্রা হয়েছে। প্রভুর ঠিক নিয়ম মেনে রথযাত্রা হবে এবার আলাদা মাত্রা পাবে আমরা এটা জানিয়েছি মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠকে।' ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার মাহেশের জগন্নাথ মন্দির এলাকাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গঠন করা হয়ে ঘোষণা করা হয়েছে দেওয়া হয় সরকারি সহযোগিতা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলবে ড্রোনের নজরদারি, থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশরাও থাকছে এছাড়া প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়া মেডিক্যাল ক্যাম্প পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে গঙ্গার ওপার থেকেও অনেক ভক্তরা আসবে লঞ্চঘাটগুলিতে থাকছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গঙ্গায় থাকছে জল পুলিশের টহল গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে সিসি ক্যামেরা আর থাকছে ড্রোনের ব্যবস্থা। গঙ্গার উপর থেকেও গুপ্তিপাড়ার রথ দেখতে অনেকে আসবে সেখানেও কড়া ব্যবস্থা থাকছে গঙ্গায় চলবে টহলদারি এবার গুপ্তিপাড়ার রথ ২৮৫ বছরে পড়বে।

গুপ্তিপাড়া রথ কমিটির কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ মাইতি জানালেন, কয়েকদিন আগে চুঁচুড়া মহকুমা শাসক এখানে এসে ঘুরে গিয়েছেন সব রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাহেশের জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এবার ৬২৮ বছরে পড়ল।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৭টি শিশুর মৃত্যু মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে কলেজে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ফের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। গত ২৪ ঘণ্টায় সাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। যদি এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল অমিত দাঁ বলেন, হাসপাতালে যাদের চিকিৎসার জন্য আনা হয় তাদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা আমরা দিয়ে থাকি। তবে রেফার করা সব শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়না। অপুষ্টি বা অন্যান্য কারণে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে চার জন শিশুর মৃত্যু হয়। কয়েক মাস আগে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একদিনে ১০ শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তারপরেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে। পরিস্থিতি, পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে জেলায় আসেন স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনজনের আধিকারিক দল। তখন বলা হয়েছিল মৃত শিশুর অধিকাংশ জঙ্গিপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতিতে রেফার করা হয়েছিল। কারণ সে সময় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের এসএনসিইউ বিভাগে কাজ চলছিল। যাদের রেফার করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশ অপুষ্টিজনিত কারণে জন্মেছিল। ফের তার পুনরাবৃত্তি ঘটনায় হাসপাতালে মাতৃ মা ও সিসিইউ বিভাগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় জেরে একাধিক রোগীর আত্মীয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block
North 24 Parganas

NIT NOS -
2024_ZPHD_707201_1,
2024_ZPHD_707201_2,
2024_ZPHD_707201_3,
2024_ZPHD_707201_4,
2024_ZPHD_707201_5,
2024_ZPHD_707201_6,
2024_ZPHD_707201_7,
2024_ZPHD_707201_8,
2024_ZPHD_707201_9,
2024_ZPHD_707201_10,
2024_ZPHD_707201_11,
2024_ZPHD_707201_12,
Dated- 04/07/2024
https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Mohanpur Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice inviting e-Tender No. UKM/03(e)/2023-24 Date-18.06.2024 (SL-03) 1.Up gradation of Deshbandhu Nagar Road off shoot from the jn. Of Desh Bandhu Nagar, 14th Plot and up to the h/o Prafullaya Saha in ward no 7. Date Corrigendum published. For Details:- wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 74/2024-25 & Memo No.: 817, Date: 04.07.2024,** for **07 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **15.07.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide NIeT No: - **01/Raipur GP/2024-25 & 02/Raipur GP/2024-25 With Vide Memo No. 141/RGP/2024-25 & 142/RGP/2024-25, Dated: - 04-07-2024,** The Last date for online submission of tender is **13/07/2024 Upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
বাতিলের জন্য সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** –তে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং ইএলইজি–ওটি–১১১১–২০২৪–২৫, প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হল। আইআরইপিএস পোর্টালে উল্লিখিত টেন্ডার বাতিল সম্পর্কিত এই সংশোধনী।
SDAH-116/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad
NIET No :02/15TH CFC/2024-25 Memo No: 133/JGP/2024
NIET No:03/15TH CFC/2024-25 Memo No: 135/JGP/2024
NIET NO :04/15TH CFC/2024-25 Memo No : 139/JGP/2024
NIET No :05/15TH CFC/2024-25 Memo No : 140/JGP/2024
NIET No :06/15TH CFC/2024-25 Memo No : 141/JGP/2024
Droppings starts from **06/07/2024 at 10:00 hours (IST) for NIET No :02/15TH CFC/2024-25 to NIET No :06/15TH CFC/2024-25**
1. Droppings ends at, **15/07/2024 at 16:00 hours (IST) for NIET No :02/15TH CFC/2024-25.** 2. Droppings ends at, **16/07/2024 at 12:00 hours (IST) for NIET No :03/15TH CFC/2024-25 to NIET No :06/15TH CFC/2024-25.** 3. Technical bid opens at **18/07/2025 at 12:00 hours.** 4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 807/RM
Date – 05.07.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-3e/2024-25/SL1
Tender ID :
2024_MAD_707426_1
Name of the work : Expression of Interest for supplying of rates of above mentioned works (for estimate purpose) for estimation purpose for Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid 29.07.2024.
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e-Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 01/ BANNYESWAR GP/2024-25,(2ND Call) DATE:- 05.07.2024.** The last date for online submission of all tender is **13.07.2024 up to 14:00hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/-Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
NIeT No: 01/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **5/7/2024 from 3.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **12/7/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **15/7/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

TENDER NOTICE
NIeT No: 02/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **5/7/2024 from 3.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **12/7/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **15/7/2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Rishra Gram Panchayat
Bamunari, Dankuni, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works under 15th FC Untied Fund vide **e-Tender No.: 003/e-NIT/RIS/2024-25, Date: 05.07.2024.** Bid Submission Start Date: **05.07.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **11.07.2024 up to 11:00 PM.** Bid Opening Date: **13.07.2024 at 11:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 464/DGP & e-NIT No.: 01/DGP/PRO/2024-25, Date: 04.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **04.07.2024 at 02:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15.07.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **18.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. TenderS ID **No 2024_ZPHD_707223_1 to 2024_ZPHD_707223_11 are dated 06-07-2024.** Last date of tender dropping **16-07-2024 up to 18.00 P.M.** and opening date of tender **19-07-2024, 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৪/বি/৫১১৭১১০ তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৪। কেমিস্ট অ্যান্ড মেটালার্জিস্ট, পূর্ব রেলওয়ে, সি অ্যান্ড ডব্লু, ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগঃ** কাস্টম বিড ফর সার্ভিসেস - দুই (০২) বছরের জন্য বাইরের এজেন্সি দ্বারা সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব-রেলওয়ে, লিলুয়াতে সাম্প্রতিকতম আরডিএসও কোড অফ প্রসিডিওরস অনুসারে এলএইচবি হুইল ডিস্ক রিম অ্যান্ড ট্রেড এরিয়াগুলি-র আলট্রাসনিক পরীক্ষা। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ₹১,১৩,৯৮,৮০০; **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; **দরপ্রস্তাব বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ (দিন); **কার্যালয়ের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫৭ লাখ; **এই/সমতুল পরিষেবার জন্য অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা বছরের হিসেবে ঃ** ১ বছর; **সমতুল পরিষেবাতে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা ঃ** আছে। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ (স্টার্ট আপ)-এর ক্ষেত্রে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার থেকে যে সকল নথি পেতে হবে ঃ** অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়; দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসিতে অনুরোধকৃত) *কোনো দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের বিষয়ে ছাড় পেতে চাইলে, এই বিষয়ে প্রামাণ্য নথি যা ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য তা অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **আরএ এনাবেলড দরপ্রস্তাব কিনা ঃ** না; **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২দিন; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹২,০৭,০০০; **ইপিবিজি বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০; **ই-পিবিজির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬।
MISC-91/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 7no's W.H.S scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **04/07/2024 to 26/07/2024. Vide NIT- 09/PMKSY-WDC2-NRM-6/1/ 23-24 (Second Call).** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 04 (Four) nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ ULB/ DHM/NIT-02/337(e)/2024-25.** Bid Submission Start Date:- **05.07.2024** Last date of online submission: **13.07.2024** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 5 Nos. development work(s) vide **NIT No.: 229/KGP/2024 (Sl.- 01-05), Fund: CFC BG(TIED), Date: 04.07.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **05.07.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **13.07.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **14.07.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **16.07.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No. Pant/NIT/117/2024, Dated : 05/07/2024.** Last date of submission of this bid through online **23/07/2024 upto 11 am** and **e-Tender NIT No. Pant/NIT/118/2024, Pant/NIT/119/2024, Pant/NIT/120/2024, Pant/NIT/ 121/2024, Pant/NIT/122/2024, Dated : 05/07/2024.** Last date of submission of bid through online **15/07/2024 upto 11 am.** For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 02/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 1 no Civil works. Bid Submission start-**05/07/2024**, Ends- **13/07/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখা, গ্রাম + পঞ্চায়েত + থানা - কাঁকসা, সাব-ডিভিসন - দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ** -তে শাখা স্থাপনের জন্য লিজ ভিত্তিতে (নির্মিত / নির্মীয়মাণ) অফার করতে ইচ্ছুক **১৫০০ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা পরিমাপের প্রধান সড়কের উপর প্রথমতলায় ব্যবসা যোগ্য এলাকায় যেখানে ভাল দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস রয়েছে ১৫ বছরের লিজ মেয়াদের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) অধীনে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
০৬.০৭.২০২৪ থেকে ২৬.০৭.২০২৪ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুকূলে **পেমেন্ট** করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
দ্য জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট,
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩৩০৪, পঃবঃ
বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট : www.indianbank.in থেকে পাওয়া যাবে

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:- 01/2023-2024 (2nd Call), Dated : 03.07.2024** for Repair and Renovation Works of Administrative Building and Allied Works [Amounting to Rs. 10,53,052.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - **26.07.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Oficer
WBCADC, Ranaghat II Project

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:- 02/2023-2024 (2nd Call), Dated : 03.07.2024** for Construction of Approach Road Inside the Project [Amounting to Rs. 7,48,598.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - **16.07.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Oficer
WBCADC, Ranaghat II Project

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৪/বি/৫১২৭৬৪৮, তারিখঃ ০৪.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন–৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের থেকে পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** জিইএম–এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে তিন বছর সময়সীমার জন্য প্রতি এমটি কিমি ভিত্তিতে (১) ১৬ এমটি ক্যাপাসিটি ওপেন বডি টরাস ২১ ফুট ট্রাক (৫০০ কিমি পর্যন্ত ও ৫০০ কিমির বেশী), (২) ২০ এমটি এবং তার বেশী ক্যাপাসিটি ৪০ থেকে ৮০ ফুট ডবল এক্সেল ফ্ল্যাটবেড ট্রাক (৫০০ কিমি পর্যন্ত ও তার বেশী উভয়), (৩) ৮.৫ এমটি ক্যাপাসিটি ১৯ ফুট এলসিভি ট্রাক (৫০০ কিমি পর্যন্ত ও ৫০০ কিমির বেশী) দ্বারা রেলওয়ে সামগ্রীর পরিবহন। **টেন্ডারের অনুমিত ব্যয়ঃ** ৪,২৫,৬০,৫৮০ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ৩,৬২,৮০৩ টাকা, জিইএম বিডে উল্লিখিত অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা করতে হবে। **ইপিবিজিঃ** পিও মূল্যের ৫%। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৩ বছর। **অফিসের ঠিকানা যেখান থেকে জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন–৭৪৩১৪৫। **বিড জমা শেষের তারিখঃ** ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। **জিইএম বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ রাত্রি ৮.৩০ মিনিটে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান যেখানে জিইএম টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবেঃ** জিইএম ওয়েবসাইট (গভর্নমেন্ট ই–মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ **http://gem.gov.in**–তে জিইএম সার্ভিস বিড পাওয়া যাবে।
MISC-93/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/AMRUT/NIT-15/6th CALL/2022-23 for "Construction of New Park beside Kodamtala Immersion Ghat at Ward No-22 under AMRUT within Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2024_MAD_707841_1.
Sd/- Chairman,
Krishnanagar Municipality

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II, **NIeT No.- 32/ BDO Kh-II/2024-25, Date: 05.07.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_707638_1 to 2** for Smart Class. Last date of bids ends on **13.07.2024 up to 10:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
বামুনতোড় শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **বামুনতোড় শাখা, গ্রাম - বামুনতোড়, পোস্ট, ব্লক ও থানা - শালতোড়া, মহকুমা- বাঁকুড়া সদর, জেলা - বাঁকুড়া, পঃবঃ, পিন - ৭২২১৫৩** -তে শাখা স্থাপনের জন্য লিজ ভিত্তিতে (নির্মিত / নির্মীয়মাণ) অফার করতে ইচ্ছুক **১৫০০ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা পরিমাপের প্রধান সড়কের উপর প্রথমতলায় ব্যবসা যোগ্য এলাকায় যেখানে ভাল দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস রয়েছে ১৫ বছরের লিজ মেয়াদের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) অধীনে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
০৬.০৭.২০২৪ থেকে ২৬.০৭.২০২৪ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুকূলে **পেমেন্ট** করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
দ্য জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট,
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩৩০৪, পঃবঃ
বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট : www.indianbank.in থেকে পাওয়া যাবে

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below. **NIT No. : PUKGP/Tender/2024-2025/02 Dated- 03/07/2024.** Construction of Cement Concrete road 1 No.. **Tender Amount : Rs. 199997.00. 2024_ZPHD_705993_1.** Construction of Pucca Drain with cover. **Tender Amount : Rs.195842.00. 2024_ZPHD_ 705993_1.** Date of Publication of Tender : **03/07/2024.** Last Date fo Bid Submission : **10/07/2024 01:35 PM.** Date of Tender Opening : **12/07/2024.**
Sd/-
Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat,
Barasat-1 Panchayat Samity,
North 24 Parganas.

OFFICE OF THE KHAIRAMARI GRAM PANCHAYAT
KHAIRAMARI, MURSHIDABAD
NIT No.- 01/KHGP/15Th CFC/ 2024-25 SL NO 1 TO 14. Memo No: 192/KHGP Dated : **28/06/ 2024.** Application Starting Date- **01/07/2024.** Last Date of Dropping– **09/07/2024 till 15.00 PM.** Date of Opening Technical Bid -**11/07/2024 TIME 15 P.M.** Probable Date of Opening Financial Bid- **12/07/2024 time 15.00 P.M.** For Details See- **www.wbtenders.gov.in**
Please take necessary Action.
Sd/- Prodhan
Khairamari Grampanchayat
Jalangi, Murshidabad

BELDANGA MUNICIPALITY,
Murshidabad
E-Tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Construction of Mastic Asphalt Road from Dargatala more to Masjid Bazar under Ward No. 8 in Beldanga Municipality, Murshidabad.	[illegible]	11.25 Lakh	22.07.2024 at 12:00 PM
2	Construction of Mastic Asphalt Road from Saha para ghat to NH-34 under Ward No 2 in Beldanga Municipality, Murshidabad.		30.30 Lakh	
3	Construction of Mastic Asphalt Road from Kalitan (Ward No. 8) to Netaji Park (Ward No 7) in Beldanga Municipality, Murshidabad.		82.61 Lakh	

For details visit:- www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 27, KOLKATA, SATURDAY
6 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৪

প্রধানমন্ত্রীর আড্ডা-রসিকতায় মুগ্ধ টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলকে নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে সকালেই মোদীর বাসভবনে গিয়েছিলেন। বেশ কিছু ক্ষণ প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন বিশ্বজয়ীদের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। বিশ্বজয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথনের ৪০ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের ভিডিয়ো শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে।

প্রধানমন্ত্রী: তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা দেশকে উৎসাহ এবং উৎসবে ভরে দিয়েছ। দেশবাসীদের সব আশা, অপেক্ষা তোমরা জিতে নিয়েছ। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করি। কাজ করতে করতেই তোমাদের জয় দেখেছি। তোমরা দুর্দান্ত দলগত সংহতি দেখিয়েছ। নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছ। দেখছিলাম, তোমাদের কত ধৈর্য! কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলে সকলে। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

রাহুল দ্রাবিড়: প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন। গত নভেম্বরে আমদাবাদে যখন আমরা ম্যাচ হেরে গিয়েছিলাম, তখনও আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। তখন আমাদের সময় ভাল ছিল না। খুব ভাল লাগছে, আপনার কাছে আমরা আনন্দের সময়ও আসতে পেরেছি। আমি শুধু এটুকু বলব, রোহিত আর এই ছেলেরা লড়াকু মানসিকতা দেখিয়েছে, হারার আগে না হারার মানসিকতা দেখিয়েছে অনেক ম্যাচে। ফাইনালেও একই রকম মানসিকতা ছিল ওদের। কৃতিত্বটা ছেলেদেরই। ওরা খুব পরিশ্রম করেছিল। আনন্দের কথা হল, একে অন্যকে উৎসাহিত করেছে। এদের অনেকেই ২০১১ সালের জয় দেখে বড় হয়েছে। আমার মনে হয়, দেশের অনেক ছেলে-মেয়ে সেই জয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এরাও তার বাইরে নয়। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। ছেলেদেরও অভিনন্দন।

প্রধানমন্ত্রী: ধন্যবাদ তো তোমাদের প্রাপ্য। এখন তোমরাও দেশের যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণা। তোমরা ওদের আরও অনুপ্রাণিত করতে পার। ছোট ছোট ব্যাপারে দেশের মানুষকে তোমরা পরামর্শ দিতে পার। তোমরা সেই জায়গাটা অর্জন করেছ। চহাল (যুজবেন্দ্র) তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন? কী হল (সকলের এক সঙ্গে হাসি)? আমি ঠিক ধরেছি না (আবার সকলের হাসি)?

যুজবেন্দ্র চহাল: না, না। (হাসতে, হাসতে)

প্রধানমন্ত্রী: হরিয়ানার লোকেরা যে কোনও পরিস্থিতিতে খুশি থাকে। ওরা সব কিছুর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে নেয় (সকলের হাসি)। রোহিত (শর্মা) এই মুহূর্তের সময় তোমার কী মনে হচ্ছিল?

(রোহিতের পিচের মাটি খাওয়ার ভিডিয়ো)

প্রধানমন্ত্রী: যেখানকারই জমি, মাটি হোক ক্রিকেটের জীবন পিচে থাকে। তুমি ক্রিকেটের জীবনকে চুমু খেয়েছ। কোনও ভারতীয়ই শুধু এ রকম করতে পারে।

রোহিত শর্মা: এই জয়ের মুহূর্তটা সারাজীবন মনে রাখতে চেয়েছিলাম। আর যেখানে জয়টা পেয়েছিস সেখানকার মাটি স্বাদ নিতে ইচ্ছে করছিল। আর কিছু না। কারণ ওই পিচে আমরা খেলেছি। ওই পিচে আমরা জিতেছি। সবাই এটার জন্য অপেক্ষা করেছিল। সকলে প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। অনেক বার বিশ্বকাপ আমাদের খুব কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু আমরাই কাপের কাছে যেতে পারিনি। কিন্তু এ বার সকলের জন্য আমরা অর্জন করতে পেরেছি। তাই ওই পিচটা আমার কাছে অন্য রকম (বুকে হাত দিয়ে)। ওই পিচেই আমরা জিতেছি। আসলে সেই মুহূর্তে ওটা করে ফেলেছি। পুরো দল বিশ্বকাপের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। সে দিন আমাদের পরিশ্রমে রং লেগেছিল।

প্রধানমন্ত্রী: দেশের সবাই দেখেছেন। তবে রোহিত আমি দুটো ঘটনার কথা বলব, যেগুলোর মধ্যে প্রচুর আবেগ দেখেছিলাম। একটা বললাম। আর একটা হচ্ছে তোমার কাপ নিতে যাওয়ার সময়ের নাচটা (সকলের হাসি)।

রোহিত শর্মা: আসলে আমাদের সবার জন্য ওই মুহূর্তটা খুব বড় ছিল। সবাই এত বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। তখন সবাই আমাকে বলল, সাধারণ ভাবে গিয়ে কাপ নিও না। একটু ঝলক চাই। (সকলের হাসি)

প্রধানমন্ত্রী: এটা কি চহালের বুদ্ধি ছিল (হাসতে হাসতে)?

পাশ থেকে কেউ এক জন চহাল আর কুলদীপ (যাদব)। (হাসলেন প্রধানমন্ত্রী)

প্রধানমন্ত্রী: তোমার সেরে ওঠার পথটা কঠিন ছিল (ঋষভ পন্থের দিকে তাকিয়ে)। খেলোয়াড় হিসাবে তো আরও বেশি। এত কম সময়ের মধ্যে কেউ সেরে উঠবে... । তুমি প্রচুর পোস্ট করতে সে সময়। আমি নজর রাখতাম। বলতে, আজ এতটা করতে পারলাম। আজ এটা করলাম। (পন্থের রিহ্যাবের সময়ের নানা মুহূর্ত ভিডিয়োতে)।

ঋষভ পন্থ: প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমাদের এখানে ডেকেছেন। সাধারণ ভাবেই ভেবেছিলাম। দেড় বছর আগে আমার দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। এখনও আমার সেই দিনটা মনে আছে। আপনি আমার মাকে ফোন করেছিলেন। মাথায় তখন অনেক ভাবনা আসছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর মা আমাকে বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন চিন্তা না করতে। কোনও সমস্যা হবে না। সেটা শোনার পর একটু স্বস্তি পাই। সেরে ওঠার সময় অনেক কিছু কানে আসত। অনেকে বলত, আর কোনও দিন ক্রিকেট খেলতে পারব কিনা। যেহেতু আমি উইকেটরক্ষক, তা নিয়েও কথা হত। অনেকে বলত, ব্যাটার হলে একটা কথা। ব্যাটিং নয় করতে পারবে। কিন্তু উইকেট রক্ষা কি আর করতে পারবে? শেষ দেড় দু'বছর ধরে শুধু চেষ্টা করে গিয়েছি। মাঠে ফিরতে চেয়েছি। ভেবেছি, আগে যা করেছি, ফেরার পর তার থেকেও ভাল করতে হবে। অন্য কারও জন্য নয়। নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে হবে। দেশকে জেতাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী: সুস্থ হয়ে ওঠার সময় তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার আগে চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। চিকিৎসকদের বলেছিলাম, আপনারা কেমন বুঝছেন। ওকে যদি বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে হয়, তা হলে সে ভাবে ভাবব। কিন্তু তোমার মায়ের আত্মবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল, উনিই আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন (হেসে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী)। অথচ ওনার সঙ্গে আমার তো পরিচয়ই ছিল না (সকলের হাসি)। সেটা খুব আশ্চর্য লেগেছিল আমার। যে এমন মা পেয়েছে, তার কোনও চেষ্টা বিফল হতে পারে না। আমার তো এমনই মনে হয়। সেটা তুমি করে দেখিয়েছ। এটা আমার তখনই মনে হয়েছিল। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলেও অবাক হয়েছিলাম। তুমি বলেছিল, কারও দোষ নেই। পুরো তোমার দোষ। অন্য কেউ হলে নানা বাহানা করত। রাস্তায় গর্ত ছিল, এই ছিল, ওই ছিল। তুমি কিন্তু এ সব কিছুই বলনি। জীবনকে সহজ ভাবে নিতে পার বলেই এমন বলতে পেরেছিলে। সবার ছোট ছোট অনেক কিছু দেখি। সবার থেকে শিখি। সত্যি বলছি, এক জন মানুষ বা খেলোয়াড় হিসাবে অনেক কিছু শেখার আছে তোমার কাছে। জানি উইকেটরক্ষকদের অনুশীলন কত কঠিন হয়। তুমি সেই লড়াই জিতেছ। খুব বড় কাজ করেছ। তোমায় অভিনন্দন।

ঋষভ পন্থ ধন্যবাদ স্যর।

প্রধানমন্ত্রী: জীবনে অনেক উত্থান-পতন আসে। কিন্তু লম্বা তপস্যার ফল ঠিক কাজে আসে। তুমি খেলার জন্য যে তপস্যা করেছ, তার ফল পেয়েছ প্রয়োজনের সময়। (বিরাট কোহলির ফাইনালের ইনিংসের ভিডিয়ো)। বিরাট বল, এ বার তো তোমাকে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

বিরাট কোহলি: প্রথমে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদের সকলকে এখানে ডেকেছেন। দিনটা সব সময় আমার মনে থাকবে। যে ভাবে চাইছিলাম, সে ভাবে খেলতে পারছিলাম না প্রতিযোগিতার শুরু থেকে। রাহুল ভাইকে বলেছিলাম, আমি দল এবং নিজের প্রতি সুবিচার করতে পারছি না। উনি আমাকে বলেছিলেন, তেমন পরিস্থিতি এলে তুমি ঠিক পারফর্ম করবে। আমাদের এটুকুই কথা হয়েছিল। খেলতে নামার সময় রোহিতকেও বলেছিলাম। কারণ প্রতিযোগিতায় যেমন খেলছিলাম তাতে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছিলাম না। যেমন ব্যাট করতে চাইছি, সেটা পারছি না। খেলা শুরুর পর প্রথম চার বলে তিনটে চার মেরেছিলাম। তখন ওকে গিয়ে বলেছিলাম, আরে কী খেলা হচ্ছে! কোনও দিন মনে হচ্ছে, একটা রানও করতে পারব না। আর এক দিন যেমন চাইছি, তেমনই হয়ে যাচ্ছে! তখন মনে হয়েছিল, বিশেষ করে আমাদের কয়েকটা উইকেট পড়ার পর আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। সেই সময় দলের প্রয়োজন মতো খেলার চেষ্টা করেছিলাম। এই একটাই লক্ষ্য ছিল। মনে হচ্ছিল, আমাকে ওই পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেন ফেলে দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছিল, তার ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে মনে হচ্ছিল আমাকে একটা পরিস্থিতির মধ্যে বন্দি করে ফেলা হয়েছে। পরে বুঝতে পারলাম, কিছু হওয়ার থাকলে ঠিকই হবে। তেমন এটাও আমার, দলের হওয়ারই ছিল। আপনি খেলা দেখলে বুঝতে পারবেন, কী ভাবে আমরা জিতেছি। শেষ দিকে পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে ছিল না। প্রতিটা বল আমাদের জীবন দিচ্ছিল। সেখান থেকে ম্যাচ ঘুরেছে। আমাদের মধ্যে তখন কী চলছিল, সেটা বলে বোঝাতে পারব না (প্রধানমন্ত্রীর হাসি)। প্রতিটা বলের পর পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছিল। একটা সময় ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তার পর হার্দিক (পাণ্ড্য) উইকেট নিল। একটা করে বল হচ্ছিল আর একটি করে তরতাজা লাগছিল। আমি খুশি এমন একটা বিশেষ দিনে দলকে সাহায্য করতে পেরেছি। সেটাও কঠিন সময় পেরিয়ে এসে। ফাইনালের সারা দিন আমাদের যে ভাবে কেটেছিল, সেটা কোনও দিন ভুলতে পারব না। দলকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, যেখানে থেকে লড়াইয়ের চেষ্টা করা যায়। এটাই আমাকে স্বস্তি দিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী: ফাইনালের আগে সব মিলিয়ে তোমার রান ৭৫। আর তার পরই ৭৬। এ রকম সময় অনেকে কিছু বলে। সেগুলো চাপ আরও বাড়িয়ে দেন। বাড়ির লোকেরা কী বলেছিল তোমাকে তখন? ৭৫ রানেই আটকে থাকলে?

বিরাট কোহলি: এখানকার সঙ্গে সময়ের পার্থক্য অনেকটা। পরিবারের সঙ্গে খুব একটা কথা বলার সুযোগ হত না। মা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে আমি যেটা করার চেষ্টা করছিলাম, সেটা হচ্ছিল না। অনেক সময় মনে হয়, এতো আমি করে দেব। অহঙ্কার চলে আসে আমাদের মধ্যে। তখন খেলা দূরে চলে যায়। সেই পরিস্থিতিটা বদলানোর প্রয়োজন ছিল। খেলার প্রয়োজন অনুযায়ী খেলতে হত। নিজের অহঙ্কার নিয়ে চলার আর কোনও উপায় ছিল না। দলের স্বার্থে অহঙ্কার ভুলে চেষ্টা করেছিলাম। ক্রিকেটকে সম্মান দিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। ক্রিকেটও আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করেছি এ বার।

মুম্বইয়ের শিরোপা উদ্‌যাপনে বুমরাকে আলাদা করে বাহবা দিলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোয় বারবার ভারতকে ফিরিয়ে আনার জন্য যশপ্রীত বুমরাকে আলাদা করে বাহবা দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারতের সাবেক অধিনায়কের মতে, আরও অনেকের মতো তিনিও ভেবেছিলেন, এবারও ফাইনালটি হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে তাঁদের। ভারতে ফিরে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন কোহলি।

ঘূর্ণিঝড় বেরিলে ব্রিজটাউনে আটকে থাকার পর গতকাল ভারত ফিরে যায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসরের চ্যাম্পিয়ন দল। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর কোহলিরা যান মুম্বাইয়ে। ছাদখোলা বাসে শহরের একটি অংশ প্রদক্ষিণের পর তাঁরা যান ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

সেখানে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় বুমরাকে আলাদা করে কৃতিত্ব দেন কোহলি। ৮ ইনিংসে মাত্র ৮.২৬ গড় ও ৪.১৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে বুমরা নেন ১৫ উইকেট। এ পেসারকে নিয়ে কোহলি বলেন, 'এ স্টেডিয়ামের সবার মতো আমরাও একটা পর্যায়ে ভেবেছিলাম, এটি (ফাইনাল) আবারও ছুটে যাচ্ছে। তবে (শেষ) পাঁচ ওভারে যা ঘটেছে, সেটি সত্যিই বিশেষ কিছু।'

হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের ব্যাটে ওই সময় বার্বাডোজের ফাইনালে ছুটছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, শেষ ৫ ওভারে তাঁদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩০ রান। ১৬তম ওভারে নিজের তৃতীয়টি করতে এসে বুমরা দেন মাত্র ৪ রান। পরের ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ক্লাসেন আউট হওয়ার পর ১৮তম ওভারে বুমরা দেন মাত্র ২, নেন মার্কো ইয়ানসেনের উইকেটও। অর্শদীপ সিং ও হার্দিক পান্ডিয়ার দারুণ বোলিংয়ে এরপর মুঠো থেকে প্রায় বেরিয়ে যাওয়া ম্যাচে দারুণ জয় পায় ভারত। তাতে কাটে কোনো বৈশ্বিক ট্রফি জয়ের ১১ বছরের অপেক্ষাও।

কোহলি ওয়াংখেড়েতে বলেন, 'আমি আসলে সবাইকে বলব, এ টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোয় বারবার এবং বারবার আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য একজনকে বাহবা দিতে। (ফাইনালে) শেষ ৫ ওভারের দুটিতে বোলিং করে যা করেছে, সেটি দুর্দান্ত ছিল। যশপ্রীত বুমরার জন্য দয়া করে জোরে একটি হাততালি হোক।' ২০১১ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি জিতেছিল ভারত। সে ম্যাচে খেলা কোহলি বলেছেন, তখন কেন সিনিয়র ক্রিকেটাররা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, সেটি তিনি বোঝেননি। তবে এখন সেটি বুঝতে পারছেন। এবারের উদ্‌যাপনের দিনটিও তিনি ভুলবেন না বলে জানিয়েছেন কোহলি, 'স্টেডিয়ামে যাঁরাই এসেছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আজ রাস্তায় যা দেখেছি, সেটি জীবনেও ভুলব না।'

২০১১ সালে না খেললেও ভারতের এবারের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। তবে রোহিতকে এবারের ফাইনালের দিনের মতো আবেগপ্রবণ কখনো দেখেননি বলেও জানান কোহলি, 'আমি জানি না, ইন্টারনেট (দুজনের ছবি দেখে) ভেঙে গেছে কি না, কিন্তু ১৫ বছর একসঙ্গে খেলার পর এই প্রথম আমি রোহিতকে মাঠে এতটা আবেগপ্রবণ দেখেছি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমি কাঁদছিলাম, সে কাঁদছিল। এরপর আমরা আলিঙ্গন করলাম। আমার কাছে ওই দিনের বিশেষ স্মৃতি হিসেবে থাকবে এটি।'

আর অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, ভারতের দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোনোর পর তিনি স্বস্তি পেয়েছেন, 'এ দেশে বিশ্বকাপ আনা আসলে আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যাঁরা সমর্থন দেন ও দেখেন, এটি তাঁদের জন্য। আর আমাদের সবার মতো শেষ ১১ বছরে তাঁরাও ট্রফি ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে এসেছে এটি। আমি অনেক খুশি ও নির্ভার এখন।'

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এর জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ সময় কাটালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আবার 'অতিমানব' মার্তিনেজ, কোপায় টাইব্রেকারে ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা ১
ইকুয়েডর ১ (নির্ধারিত সময়)
আর্জেন্টিনা ৪
ইকুয়েডর ২ (টাইব্রেকার)

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টিনা এমন কিছু হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

ম্যাচের ৩৫ মিনিটে পাওয়া গোলে এগিয়ে ছিল কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যোগ করা সময়ের ২ মিনিটে এসে সেই গোল শোধ হয়ে যাবে কে ভেবেছে! একদম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই সমতাসূচক গোলটি করে ইকুয়েডর। ফ্রি,কিক থেকে উইঙ্গার জন ইয়েবোয়া বলটা বক্সের ভেতর ফেলেছিলেন। ফরোয়ার্ড কেভিন রদ্রিগেজের কুশলী হেড দূরের পোস্ট দিয়ে জড়ায় জালে। প্রায় হেরে বসা ম্যাচে ১-১ গোলে সমতায় ফিরে ইকুয়েডরের খেলোয়াড়দের উল্লাস তখন দেখে কে!

কোপা আমেরিকায় ফাইনাল ছাড়া নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় নেই। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর্জেন্টিনার হয়ে টাইব্রেকারে প্রথম শটই মিস করেন লিওনেল মেসি। 'পানেনকা' শট নিয়ে বল ক্রসবারে মারেন তিনি। হতাশ মেসিকে এসে জড়িয়ে ধরেন ইকুয়েডর গোলকিপার আলেক্সান্দার ডমিনিগুয়েজ।

আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অবশ্য 'চাপ' দীর্ঘায়িত হতে দেননি। ইকুয়েডরের প্রথম শটটি ঠেকিয়ে দেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় শটটিও ঠেকিয়ে টাইব্রেকারে আবারও 'অতিমানব' হয়ে ওঠেন মার্তিনেজ। ইকুয়েডরের হয়ে প্রথম দুটি শট নেওয়া অ্যাঞ্জেল মেনা ও অ্যালান মিন্দার শট ঠেকান মার্তিনেজ।

মেসির পর আর্জেন্টিনার আর কেউ পেনাল্টি মিস না করলে শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলের জয়ে সেমিফাইনালে উঠে যায় আর্জেন্টিনা। অন্য কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ভেনেজুয়েলা ও কানাডার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির দল।

হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেন্টার-ব্যাক লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। মেসির কর্নার থেকে হেড করে বলটি বাঁ প্রান্তের পোস্টে পাঠান ম্যাক অ্যালিস্টার। সেখানে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়ানো মার্তিনেজ হেডে গোলটি করেন। তবে যোগ করা সময়ের আগেই ম্যাচে সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়েছিল ইকুয়েডর। ৬১ মিনিটে নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করে বসেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে ইকুয়েডর অধিনায়ক এনার ভ্যালেন্সিয়া বল মারেন পোস্টে! ফিরতি বলে লেফট ব্যাক পিয়েরো হিনকাপিও বল মারেন সাইড নেটে। সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয় ইকুয়েডরের।শুধু কী তাই, যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরার পর জেতার সুযোগও পেয়েছে ইকুয়েডর। সেটি যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে (৭ মিনিট)। মিন্দার ক্রস থেকে আর্জেন্টিনার বক্সে ফ্রি হেডের সুযোগ পেয়েছিলেন স্ট্রাইকার জর্দি কাইসেদো। এই সুযোগটা তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। একদম অরক্ষিত অবস্থায় থেকেও হেডে বল পোস্টের বাইরে মারেন।

চোটের কারণে এই ম্যাচে মেসির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তবে কোচ স্কালোনি তাঁকে শুরু থেকেই খেলিয়েছেন। গোটা ম্যাচে সেভাবে আলো ছড়াতে পারেননি ইন্টার মায়ামি তারকা। টাইব্রেকারেও পানেনকা শটটি বেশি ওপরে মেরেছেন। তবে মেসির মিসের পর আর্জেন্টিনার হয়ে লক্ষ্যভেদ করতে ভুল করেননি হুলিয়ান আলভারেজ, ম্যাক অ্যালিস্টার, গঞ্জালো মন্তিয়েল ও নিকোলাস ওতামেন্দি।

প্রথমার্ধে আধঘণ্টা তেমন ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। বরং ২৭ মিনিটে ইকুয়েডরই গোলের ভালো সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু জোরালো শট নিতে গিয়ে বল পোস্টের বাইরে মারেন কেন্দ্রি পায়েজ। গোল পাওয়ার পর ভালো খেলতে শুরু করে আর্জেন্টিনা। সে ধারাবাহিকতায় ৪১ মিনিটে আসে দারুণ সুযোগ। কিন্তু দি পলের পাস থেকে বল পোস্টের বাইরে মারেন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনার কাছে হেরে দায়িত্ব ছাড়লেন ইকুয়েডর কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের মার্চে চার বছরের চুক্তিতে ইকুয়েডরের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ফেলিক্স সানচেজ। কিন্তু এক বছর পেরোনোর কয়েক মাস পরই দায়িত্বটি ছাড়তে হলো তাঁকে। কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে আজ আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে (৪, ২) ইকুয়েডরের হারের পর ফেলিক্সের দায়িত্ব ছাড়ার খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন (এফইএফ)।

ইকুয়েডর ফুটবল ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এফইএফ জানাচ্ছে, আজ ফেলিক্স সানচেজের সম্মতির ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ইতি টানার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানো গেছে। ফেলিক্স এবং তাঁর কোচিং স্টাফের পেশাদারত্ব ও কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে তাঁদের সফলতা কামনা করি।'

কোয়ার্টার ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ১,১ গোলের সমতায় ছিল ইকুয়েডর। কিন্তু টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ দুটি শট ঠেকান। এতেই ভেস্তে গেছে ১৯৯৩ সালের পর ইকুয়েডরের প্রথম সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন।

৪৮ বছর বয়সী সানচেজ এর আগে কাতার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত। ২০১৯ এশিয়ান কাপ জয়ের পাশাপাশি কাতারকে ২০২২ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বেও তুলেছেন। বিশ্বকাপে কাতার গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ হারার পর ফেলিক্সের সঙ্গে আর চুক্তি নবায়ন করা হয়নি।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইকুয়েডরকে নিয়ে ভালোই করছিলেন ফেলিক্স। ৬ ম্যাচে ৩ জয়ে পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান (পঞ্চম) ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও চিলির ওপরে। ইকুয়েডরের কোচ হিসেবে ১৯ ম্যাচের ১০টিতে জিতেছেন ফেলিক্স।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**